এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার
'আমাকে চমকাস না', অভিষেককে নিশানা মদনের ৩

কলকাতা ২১ জুলাই ২০২৬ ৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.07.2026, Vol. 20 Issue No. 41, 8 Pages, Price 3.00

বিধানসভায় ২১ জুলাই কমিশনের রিপোর্ট পেশ

সুপারিশ মেনে ক্ষতিপূরণ: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার পরিবর্তনের পর এটাই প্রথম ২১ জুলাই। এমনিতেই ভাঙন, দলবদল এবং নেতৃত্বের সংকটে ছত্রভঙ্গ তৃণমূল শিবির। তার মধ্যেই শহিদ দিবসের ঠিক আগের দিন বিধানসভায় ২১ জুলাই কমিশনের রিপোর্ট পেশ করে রাজনৈতিক চাপ আরও বাড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু রিপোর্ট টেবিলে রাখাই নয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ২১ জুলাইয়ের শহিদদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে ক্ষমতা, বাড়ি-গাড়ি ও বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়ার অভিযোগও তুললেন তিনি। একই সঙ্গে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নিহতদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে শহিদ পরিবারগুলির প্রতিও বড় বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করল রাজ্য সরকার।

বিধানসভায় বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় কমিশনের রিপোর্ট পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২১ জুলাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন রাজনীতি হলেও প্রকৃত সত্যকে জনসমক্ষে আনা হয়নি। কমিশনের রিপোর্ট বহু বছর আগেই জমা পড়লেও তা প্রকাশ করা হয়নি। বিধানসভা চলায় সাংবিধানিক রীতি মেনেই এ দিন রিপোর্টটি টেবিলে রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি।

শুভেন্দুর দাবি, কমিশনের পর্যবেক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে যে, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই রাইটার্স বিল্ডিং রক্ষার জন্য পুলিশি গুলি চালানোর প্রয়োজন ছিল না। মেয়ো রোড, ডোরিনা ক্রসিং, মেট্রো সিনেমা ও এসপ্ল্যানেড এলাকায় গুলি চালানো ছিল অপ্রয়োজনীয় এবং অযৌক্তিক। পাশাপাশি, কমিশন মৃতদের শহিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করেছিল বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর পরেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণ শানান শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, যাঁরা ২১ জুলাইয়ের আন্দোলনকে সামনে রেখে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁরা পরে ক্ষমতা, সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত থেকেছেন, অথচ নিহত ও আহতদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করেননি। তাঁর কথায়, কমিশনের সুপারিশ কার্যকর না করে মৃতদের পরিবারকে মাত্র ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল।

সেই প্রেক্ষিতেই নতুন সরকারের তরফে নিহত ও আহতদের পরিবারকে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি নতুন করে আবেদন করলে সরকার তা বিবেচনা করবে। শহিদ দিবসের আগের দিন বিধানসভায় এই রিপোর্ট পেশ এবং তার সঙ্গে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা যে নিছক প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা; তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

পরিবহণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, দুর্নীতি রোধ এবং যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়নকে সামনে রেখে বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য পরিবহণ দপ্তরের ৩ হাজার ৪ কোটি ৭২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ পাশ হয়েছে। পরে জবাবি ভাষণে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার রূপরেখা তুলে ধরেন। মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যেও পরিবহণ পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে পরিবহণ ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম এবং একটি 'প্যারালাল ইকোনমি' গড়ে উঠেছিল। বাস কেনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি জানান, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং যাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

বৃষ্টির সতর্কতা

■ বর্ষার সঙ্গে এবার দোসর ঘূর্ণাবর্ত আর নিম্নচাপ অঞ্চল। আর তার জেরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে। ভারী বর্ষণ চলছে উত্তরবঙ্গেও। তবে আপাতত উত্তরে দুর্যোগ কিছুটা কমতে চলেছে, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে আরও কিছু দিন ভারী বৃষ্টি চলবে। বিক্ষিপ্ত বর্ষণে ভিজবে কলকাতা ও শহরতলি।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের কাছাকাছি যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছিল, তা এখন শক্তি হারিয়েছে। তবে রাজস্থান থেকে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিসগঢ় হয়ে বর্ষাকালীন অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত।

তৃণমূলের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ধাক্কা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য। এবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা খেল মমতাপন্থী তৃণমূল। ইডি-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় স্থগিতাদেশের আবেদন করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু সোমবার সেই আবেদনকে নাকচ করে দিল হাইকোর্ট। ফলে আপাতত ফ্রিজই তৃণমূলের ওই নির্দিষ্ট তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। বিচারপতি কৃষ্ণরাও এই প্রসঙ্গে জানান, আদালত এই পর্যায়ে ইডি-র তরফে ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্টগুলো নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। এর অর্থ হল, মামলা চলাকালীন অ্যাকাউন্টগুলো আপাতত ফ্রিজ-ই থাকবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তুলে তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বলা হচ্ছে, ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, একটি বিমান ও একটি হেলিকপ্টার অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে কেয়ারওয়েল এভিয়েশন ইন্ডিয়া এবং এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানে অর্থ পাচার, আর্থিক তছরুপের তদন্তের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরপর দলের তহবিল থেকে বেআইনিভাবে অর্থ সরানোর অভিযোগে, ইডির তরফ থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মোট ৯টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছিল, যার মধ্যে বিতর্কিত তিনটি অ্যাকাউন্টে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা রয়েছে বলে খবর। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তৃণমূল কংগ্রেসের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, যেখানে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকা জমা ছিল, সাময়িকভাবে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। আদালত আর্থিক লেনদেনের ওপর নজরদারির জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করেছিল। পরবর্তী সময়ে ইডি-র

জোড়া ধাক্কা কালীঘাটের

তল্লাশি অভিযানের পর আরও বেশ কিছু অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়। কালীঘাট তৃণমূলের বক্তব্য ছিল, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণের পরও কীভাবে ইডি আরও অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করতে পারে। এই আবেদন নিয়ে তৃণমূল পরবর্তীতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসের দ্বারস্থ হয়। গত সপ্তাহেই এই মামলার শুনানি শেষ হয়।

যদিও ইডি-র এই অভিযোগ মানতে নারাজ মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস। প্রথম থেকেই তাঁদের দাবি ইডি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই কাজ করছে।

পাশাপাশি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য সিঙ্গল বেঞ্চ এও বলে, অভিষেকের চোখের চিকিৎসা কলকাতার হাসপাতালে করা হয়নি। আদালত আপনাকে তখন যেতে দিতে পারে যখন এখানে এই চিকিৎসা করা যাবে না। সঙ্গে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, অভিষেক কখনও এসএসকেএম-এ গিয়েছিলেন কি না তা নিয়ে। সঙ্গে এও জানান, চিকিৎসকরা একটা বোর্ড গঠন করুক। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁর চোখের অবস্থা কতটা খারাপ সে ব্যাপারেও। আদালত পাশাপাশি এও জানায়, যদি এমন কোনও গুরুতর চোখের সমস্যা

বিদেশযাত্রা হচ্ছে না অভিষেকেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চেয়ে আদালতে গেলেও সেখানে ধাক্কা খেলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে চোখের চিকিৎসার জন্য আপাতত বিদেশে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাঁর। বরং, তাঁকে খাস কলকাতার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিল আদালত। পাশাপাশি সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ এই মামলার শুনানিতে জানিয়ে দেয়, রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়লেও এখনই বিদেশে যেতে পারবেন না অভিষেক। বা চিকিৎসাজনিত সমস্যা, তার চিকিৎসা যদি কলকাতায় বা রাজ্যে না হয়ে থাকে, তাহলে প্রথমে এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানের কাছে যেন যান তিনি। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়, সেখানে পরীক্ষা করে রিপোর্ট আনার জন্যও। পাশাপাশি এ সিদ্ধান্তও নেওয়া হোক, এতটা দূর ট্রাভেল করে যাবে কিনা তা নিয়েও।

এদিকে এদিনের মামলায় শুনানি ছিল অভিষেকের ডিজে মন্তব্য মামলা নিয়ে। শুনানিতে উঠে আসে এই প্রসঙ্গ। আগেই তাঁর বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। ফের তাই জানানো হল। এদিকে এদিন শুনানির সময়ে অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য ও সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা তদন্তে সহযোগিতা করেছি। আমাদের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানো হোক। ভয়েস স্যাম্পেল দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসা করতে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।'

এদিকে অভিষেকের আইনজীবী তাঁর প্রায় এক দশকের বিদেশে চিকিৎসার প্রসঙ্গ তুললেও, রাজ্যের আইনজীবী জানান, শুধু এই মামলা নয়। অনেক মামলায় অভিষেক জড়িত। এই অবস্থায় বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিলে তদন্তে সমস্যা হবে। এদিন অভিষেকের আইনজীবী জানান, বিদেশ যেতে চেয়ে আলাদা আবেদন করা হয়েছে।

পঞ্চায়েতের নথিতে আর সই নয় প্রধানদের

আসছে নতুন বিল, ঘোষণা দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় বদল আনতে নতুন বিল আনছে রাজ্য সরকার। প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী, পঞ্চায়েতের কাজে আর 'সিগনেটরি অথরিটি' থাকবেন না প্রধানেরা। অর্থাৎ, নথিপত্রে আর সই করার বা অনুমোদনের অধিকার থাকবে না পঞ্চায়েত প্রধানদের হাতে। পরিবর্তে দায়িত্ব দেওয়া হবে সরকারি আধিকারিকদের। এমনটাই জানিয়েছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

পাশাপাশি, এবার থেকে আর জেলা ভিত্তিক নিয়োগ নয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-র মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে পঞ্চায়েতের কর্মী নিয়োগ করা হবে। এদিন মন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েতে বর্তমানে প্রায় ১১ হাজার পদ শূন্য রয়েছে। সেই সব পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস থেকেই শুরু করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

সোমবার বিকেলে বিধানসভায় পঞ্চায়েত বাজেটের জবাবি ভাষণে বক্তৃতা করছিলেন দিলীপ। সেখানেই এই নতুন বিলের কথা ঘোষণা করেন তিনি। জানান, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে এ সংক্রান্ত বিল পেশ করা হবে বিধানসভায়।

রাজ্যে পালাবদল হলেও অধিকাংশ পঞ্চায়েত রয়েছে তৃণমূলের দখলে। পরবর্তী পঞ্চায়েত ভোট ২০২৮ সালে। অথচ রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বিভিন্ন পঞ্চায়েতে প্রধান এবং উপপ্রধানদের দেখা মিলছে না বলে অভিযোগ। তা নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন দিলীপ। প্রধানদের বাড়িতে 'ডিমের পরিবর্তে ঢিল পড়বে' বলে সাবধানও করেছিলেন।

পঞ্চায়েতমন্ত্রীর ওই মন্তব্য নিয়ে এ দিন বিধানসভায় প্রশ্ন তোলেন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের তিন বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন, সমীর জানা এবং বীণা মণ্ডল। বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে দিলীপ বলেন, 'আমি বলেছি, পঞ্চায়েত প্রধান হলে মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। তাই বলেছি; এসে কাজ করুন, না হলে পদত্যাগ করুন। যদি অফিসে না আসেন, তা হলে পুলিশ দিয়ে কোমরে দড়ি দিয়ে এনে সই করাব। কী ভাবে জিতেছেন, কোন পার্টি করছেন, কোন দলে যাচ্ছেন জানি না। কোনও কিছুর জন্য মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না।'

১ সেপ্টেম্বর থেকে সরকারি কাজে বাংলা বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পাঠানো একটি চিঠির প্রেক্ষিতে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত দপ্তর, কার্যালয় এবং সরকারি পরিষেবায় বাংলা ভাষাকেই কার্যকর প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রয়োগ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোমবার বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন।

বিধানসভায় বিবৃতি দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর সাম্প্রতিক তিন দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় একটি চিঠি দিয়ে রাজ্য প্রশাসনে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন। সেই চিঠিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর প্রসঙ্গ তুলে প্রশাসন, শিক্ষা এবং জনজীবনে ভারতীয় ভাষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

চিঠিতে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে ফাইল পরিচালনা, নোটিং, দাপ্তরিক চিঠিপত্র এবং সরকারি আদেশ বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত। পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা, ডিজিটাল প্রশাসন, আবেদনপত্র, সংশাপত্র, সরকারি পোর্টাল, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বাংলাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। পুলিশি পরিষেবায় প্রথম তথ্য বিবরণী, অভিযোগ নথিভুক্তকরণ এবং জনসচেতনতামূলক বার্তাতেও বাংলার ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই চিঠি উদ্ধৃত করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে। এই সময়ের মধ্যে অনুবাদ-সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও প্রস্তুতির কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। তিনি জানান, অন্য রাজ্য কিংবা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র পাঠাবে এবং প্রয়োজনে তার সঙ্গে হিন্দি ভাষাতেও দাপ্তরিক আদান-প্রদান করবে। তবে রাজ্যের অভ্যন্তরে সরকারি প্রশাসনের সমস্ত কাজ বাংলা ভাষাতেই পরিচালিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই পরামর্শকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিবাচক ভাবে গ্রহণ করেছে এবং মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সোমবার বিকেলে তিনি ২০১১ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকারের গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ২১ জুলাই-সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। তাঁর দাবি, ওই কমিটির সুপারিশগুলির কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কতটা হয়নি, তার তথ্য-প্রমাণ-সহ বিস্তারিত তিনি রাজ্যের মানুষের সামনে তুলে ধরবেন।

'৫৬ বছরের তরুণ'কে খোঁচা মোদীর

বিরোধীদের সঙ্গে সিজেপিকে বার্তা

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই: তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার ভিত্তিতে গঠনমূলক সমালোচনা হোক। সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে বিরোধীদের উদ্দেশে এমনই বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে সংসদ চত্বরে বক্তৃতা করেন তিনি। সেখানে তিনি দেশের নানা অগ্রগতির খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি নাম না-করে রাহুল গান্ধিকেও কটাক্ষ করেন।

দেশের নতুন বেসরকারি রকেট উৎক্ষেপণ সংস্থা 'স্কাইরুট অ্যারোস্পেস'-এর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মোদী জানান, সেখানে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের অধিকাংশই তরুণ। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'স্কাইরুটে গোটা টিমটার গড় বয়স বড়জোর ২৮।' তার পরেই রাহুলের নাম না-করে তাঁর খোঁচা, 'আমি কোনও ৫৬ বছরের তরুণের কথা বলছি না।'

এদিকে সোমবার সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিনেই শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অভিযান শুরু করে ককরোচ পার্টি। তবে যে নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে এই দাবি তোলা হয়েছে, সরকারের দাবি সেই নিটের পুনঃপরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ফলে যে দাবি করা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন। এই পরিস্থিতিতেই প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'তথ্য ও যুক্তি যেখানে দৃঢ়, সেখানে হঠাৎ আছড়ে পড়া যে কোনও ঝড় শক্তিহীন হয়ে যায়। যদি আপনার তথ্য, যুক্তি শক্তিশালী হয় তবে শান্ত চিত্তেই নিজের বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরা যায়।' সঙ্গে বিরোধীদের উদ্দেশে বলেন, 'যুক্তির মাধ্যমে তথ্যের মাধ্যমে সংসদকে সমৃদ্ধ করা হোক। প্রত্যেকে যেন নিজের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পান। সকল মতাদর্শের মানুষ যেন সম্মান পান সেটাই সংসদের মূল উদ্দেশ্য।'

সংসদের বাদল অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারপক্ষের বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বিরোধীশিবির। নিট-কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র আন্দোলন ঘিরে এমনিতেই সরগরম রাজধানী। এই পরিস্থিতিতে নিট 'কেলেঙ্কারি' নিয়ে সুর চড়াতে পারে বিরোধীরাও। বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের স্বীকৃতি দেওয়া নিয়েও সরকারপক্ষের সঙ্গে সংঘাতের পথে হাঁটতে পারে বিরোধীরা।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার মোদী বলেন, 'যেখানে শক্তিশালী যুক্তি থাকে, সেখানে জোরালো তথ্যও থাকে। ঝড়ের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি কণ্ঠস্বর যেন স্থান পায়।' অধিবেশন নিয়ে তাঁর প্রত্যাশার কথা জানিয়ে মোদী বলেন, 'বর্ষা এবং বাদল অধিবেশন, দুটোই ফলদায়ক। আর যখন দুটোই ফলদায়ক হয়, তখন তা দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যায়। তাই আমরা চাই যে, বাদল অধিবেশন গঠনমূলক এবং ফলদায়ক হোক।'

পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সম্প্রতি রাজস্থানে একটি বৃহৎ তেল শোধনাগার তৈরি হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে দেশের তৃতীয় সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টটি কাজ শুরু করেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে দেশে প্রথম চালু হয়েছে হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন। বিশ্বে অল্প দেশেই এই ট্রেন রয়েছে, তবে দেশবাসীর জন্য যে হাইড্রোজেন ট্রেন উৎসর্গ হয়েছে, সেটি দীর্ঘতম এবং এর ইঞ্জিনটিও সবচেয়ে শক্তিশালী।' এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের সংঘর্ষ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর বলেন, আমাদের জ্বালানির একটা বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে। কিন্তু যুদ্ধের জেরে কিছুটা সমস্যা হলেও ভারতের বৃদ্ধির হার ৭.৭ শতাংশ রয়েছে।

'আরশোলা'র অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জ-গ্যাস

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই: সোমবার সিজেপি-র সংসদ ভবন অভিযানের মধ্যেই সিজেপি-র প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস এবং অন্যতম মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করতে যান।

সিজেপি-র তরফে কেন্দ্রের কাছে মূলত তিনটি দাবি জানানো হয়েছে। সেগুলি হল, সোনম ওয়াংচুককে দ্রুত হাসপাতাল থেকে মুক্তি দিতে হবে, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ইস্তফা দিতে হবে এবং যে নিট পরীক্ষার্থীরা আত্মহত্যা করেছেন, তাঁদের এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বৈঠক শেষে নাড্ডা অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেওয়ার অনুরোধ করেন। এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস জানিয়েছেন, দু'ঘণ্টারও বেশি সময়ের অপেক্ষার পর নাড্ডা তাঁর ও আশুতোষ রাঙ্কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সৌরভের পোস্টে লেখা রয়েছে, '২ ঘণ্টার অপেক্ষার পর আশুতোষ আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জেপি নাড্ডা। ওঁরই বাড়িতে। তবে দশ মিনিটের জন্য। আমরা একটি চিঠি জমা দিয়েছি, যেখানে আমাদের সব দাবির কথা লেখা রয়েছে। উনি আশ্বাস দিয়েছেন তিনি বিষয়টি নিয়ে অভ্যন্তরীণ মহলে কথা বলবেন।'

উল্লেখ্য, নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সোমবার সংসদ অভিযানের ডাক দিয়েছিল সিজেপি। সেই মতো সকালে দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে মিছিল বার হয়। যদিও এই কর্মসূচির জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। বৃষ্টির মধ্যে বর্ষাতি পরেই মিছিলে শামিল হন অনেকে। তাঁদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা এবং ভারতের সংবিধান। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, প্রায় ২০ হাজার মানুষ সোমবারের কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন। লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেও ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সংসদ অভিযান পুরোপুরি রুখতে পারেনি পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের মিছিল এগিয়ে আসতেই নিরাপত্তার কারণে সংসদের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Najmul Hassan, পিতা- Khabirul Sk, গত 15/07/2026 বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমি Najmul Hassan Sekh এবং Najmul Hassan পিতা- Khabirul এবং Khabirul Sk এক অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Sourav Dutta,** S/o Joydeb Dutta, residing at 12, Ramlal Banerjee Road, Kolkata– 700036, do hereby solemnly affirm and declare that I have changed my name from "Saurav Dutta" to"Sourav Dutta" and henceforth I shall be known as "Sourav Dutta" for all purposes, vide Affidavit No. 9415 sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/05/2026. "Sourav Dutta"and "Saurav Dutta" both refer to one and the same identical person.

AFFIDAVIT

I, **Saraswati Shaw** W/O Pankaj Shaw, D/O Late Janki Shaw residing at Kolubhagar, R.B.S. Road Station Dokan, P.O.-Angus, P.S.- Bhadreswar, PIN- 712221, Dist.- Hooghly, W.B. do hereby declare vide affidavit before the Court of Ld. Judicial Magistrate First Class at Chandannagar dated 01.07.2026 that my correct and original name is Saraswati Shaw which is correctly recorded in my Aadhaar and PAN Card but due to inadvertence, my name has been recorded as Jamuni Shaw in my Voter ID Card being no. THQ1231836. Saraswati Shaw and Jamuni Shaw i.e. myself am the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/07/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 59 নং এফিডেভিট বলে আমি Tapan Das (old name), S/o. Bhola Nath Das, R/o. Sadhu Charan Mukherjee Road, Halder Para, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Tapan Das নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tapan Kumar Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Tapan Kumar Das & Tapan Das, S/o. Bhola Nath Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 6043 নং এফিডেভিড বলে আমি, Farha Mondal W/o. Ejajul Mondal, R/o. Harat, Mohistikri, Haripal, Hooghly-712223, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Ezan Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. WB-BR-2020/20010/1/1936, dated 03.07.2020) আমার/ পুত্রের মাতার সঠিক নাম Farha Mondal-এর পরিবর্তে Farha Biswas Mondal লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Farha Mondal লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Farha Mondal ও Farha Biswas Mondal, W/o. Ejajul Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 40 নং এফিডেভিট বলে আমি Subir Kumar Ghosh S/o. Prodyut Kumar Ghosh ও Subir Kr. Ghosh S/o. Prodyut Kr. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তার নামা মূলে ক্রীত সম্পত্তির নাম খারিজ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি :

এতদ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, আমার মক্কেল - সালেকা বিবি স্বামী - সেক জুমু সাং - পাঁচবেড়িয়া, বালুবস্তি, ওয়ার্ড নং - ৪ পো: ইন্দা, থানা - খড়্গপুর (টাউন) জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, নিম্ন তফসীল বর্ণিত: থানা - খড়্গপুর মৌজা - পাঁচবেড়িয়া, জে.এল. নং - ২৩৩, আর.এস খতিয়ান নং - ৪৪৮/১, এল.আর খতিয়ান নং - ১১১৬, আর.এস দাগ নং - ১৩৫, এল.আর দাগ নং - ১০৫৯, পরিমাণ - ৩.৮৪ ডেসি, গৃহহীন বাস্তুভূমি - এর ক্রয় করিয়া দখলিকার আছেন। উক্ত সম্পত্তি পূর্বে - জনৈক মহম্মদ দিলসাদ পিতা - মরহুম মহম্মদ ইসরাইল, সাং - ভবানীপুর থানা - খড়্গপুর টাউন, গত ০৮/০৯/২০০৪ তারিখে খড়্গপুর সাবরেজিস্ট্রী অফিসের ৫৩৪৪ নং রেজিষ্ট্রী কোবালা দ্বারা ক্রয় সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া দখলিকার ছিলেন। যাহা তিনি গত ইং - ২১/১২/২০১২ তারিখে খড়্গপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV - ৩৪২ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে - মহম্মদ নওসাদ পিতা - মরহুম মহম্মদ ইসরাইল সাং - ভবানীপুর থানা - খড়্গপুর (টাউন) মহাশয়কে তাঁর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। বর্তমান ক্রেতা - সালেকা বিবি স্বামী - সেক জুমু উক্ত ভারপ্রাপ্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে বিক্রয় কোবালা নং - ৮৬৬২/১৭ তাং - ২৮/১২/২০১৭, খড়্গপুর এ.ডি.এস.আর অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয়কোবালা দলিল মূলে ক্রয় করিয়া দখলিকার রহিয়াছেন এবং বর্তমানে নাম খারিজের (মিউটেশন) উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে যদি কাহারো কোন নালিশ, দাবী, অধিকার বা বক্তব্য থাকিয়া থাকে তবে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট বা খড়্গপুর - ১ নং বি.এল এন্ড এল.আর.ও. অফিসে সরাসরি অভিযোগ জানাইতে পারিবেন। নতুবা আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।
ইতি- শ্রীদাম ঘোষ,
অ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, পশ্চিম মেদিনীপুর।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, ১৩-০৮-২০১৪ তারিখে এ ডি এস আর কালনায় রেজিষ্ট্রিকৃত আসল দানপত্র কোবালা যাহা শ্রী সমীর কুমার দে ও শ্রী সুজিত কুমার দে'র নামে নিবন্ধিত আছে, যেটির বুক নং১, ভলিউম নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৮৯৭ হইতে ৯১০-এর অন্তর্গত ২০১৪ সালের ০৪৪৬৫ নম্বর দলিল হিসেবে নথিভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত দলিলটি যে সম্পত্তির পরিচায়ক তাহা হইল আর এস দাগ নং ৩৮৯-এর সম্পর্কিত এল আর দাগ নং ৪১১ এ কম বেশি ৩ ডেসিমাল এবং আর এস দাগ নং ৩৯০-এর সম্পর্কিত এল আর দাগ নং ৪১২-র অধীন এল আর খতিয়ান নং ৪১৩-এ কম বেশি ৩ ডেসিমাল জমি যাহা জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, থানা কালনা, এ ডি এস আর অফিস কালনার অন্তর্গত মৌজা আমদাবাদ, জে.এল. নং ১৩১-এর অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত। উক্ত মূল দলিলটি আমার মক্কেলদের হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে।
এই বিষয়ে গত ১৭-০৭-২০২৬ তারিখে কালনা থানায় আমার মক্কেল শ্রী সমীর কুমার দে একটি সাধারণ ডায়েরি করিয়াছেন (G D E নং- ১২১২) যিনি বর্তমানে ৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দা।
যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত মূল দলিলের সন্ধান পান অথবা উক্ত সম্পত্তির উপর কাহারও কোনো প্রকার আইনত দাবি, স্বত্ব, অধিকার, দায়বদ্ধতা বা আপত্তি থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দয়া করে নীচের ঠিকানায় ফেরত দিন বা জানান। তারপরে কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।
দিব্যেন্দু চৌধুরী অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
(অ্যাডভোকেটস)
ইউনিট নং- ১১ই, ১১ তলা, ওলিশা হাউস,
৪ গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১

আমি শ্রী শ্রীকান্ত মন্ডল, পিতা- ক্ষিতিশ মন্ডল, সাকিম- আর.বি.এস. রোড, কলুভাগার, পোঃ- এ্যাঙ্গাস, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী নিবাসী আমমোক্তার গ্রহীতা ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, বুক নং-IV, দলিল নং- ০০৩২০/২০১২, ভলুম নং-১, পাতা- ৪১৮৭ থেকে ৪১৯৮, আমমোক্তারনামা দাতা ১) সুনীল বরন হালদার, পিতা, রতীকান্ত হালদার, ২) শ্রী সুব্রত হালদার, ৩) শ্রী সুজয় হালদার, ৪) শ্রী সুজিত হালদার, সকলের পিতা ২নং হইতে ৪ নং পিত শ্রী সুনীল বরন হালদার।
ইহারা আমাকে রেজিষ্ট্রি করিয়া দেন, মৌজা-গৌরহাটি চাঁপদানী, জে.এল. নং ২২১, এল.আর. দাগ-২০০৪, খতিয়ান-৩১৩১, ৩১৩২, ৩১৩৩, ৩১৩৪, ৩১৩৫, শ্রেনী- শালি, পরিমান-০.০১৮ সহঃ সম্পত্তি হইতেছে।
ক্রেতা শম্ভু পাসোয়ান, কবিতা কুমারী, সাকিম ৭৬/৪ এ্যাঙ্গাস লেন, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২১।
এই আমমোক্তারনামায় যদি কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সিঙ্গুর খলিসানী (মানকুন্ডু) বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে সত্বর যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

// জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়া //
২০২৩ সালের- ০১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।
শান্তিরাম সুরুল ....বাদী
(বনাম)
সুনীল সুরুল দীং ....বিবাদী

এতদ্বারা জেলা-হুগলীর পোলবা থানার অন্তর্গত মেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রশান্ত ঘোষের স্ত্রী **পূর্ণিমা ঘোষ** ও জেলা-হুগলীর পোলবা থানার অন্তর্গত পোলবা হাইস্কুলের সামনের সাকিমের বাসিন্দা ৺ধনঞ্জয় মাটির স্ত্রী **মেনকা মাটি**, এবং জেলা-হুগলী পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত কোলা সাকিমের বাসিন্দা জয়দেব ঘোষের স্ত্রী **কাঞ্চন ঘোষ** কে জানানো যাইতেছে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে জেলা হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত গাঁগোয়াল সাকিমের বাসিন্দা অধুনা মৃত শ্রীদাম সুরুল ওরফে শ্রীদাম চন্দ্র সুরুল এর পুত্র **শান্তিরাম সুরুল** ও স্ত্রী **পদ্মা সুরুল** জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত চুঁচুড়ায় জেলা-হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত গাঁগোয়াল মৌজাস্থিত ও ৫৬ নং জে. এল. ভুক্ত, ও হাল ১৮৬০ নং দাগ ভুক্ত ১৭ শতক ভিটি সম্পত্তির বিভাগ বন্টন এর প্রার্থনায় ও অন্যান্য প্রার্থনায় ২০২৩ সালের- ০১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। অত্র মোকর্দ্দমায় যদি উপরি উক্ত ব্যক্তিবর্গের কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং বা তাহার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের -৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া বর্ণনা পত্র দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ব্যক্তি বর্গের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।
বাদীর পক্ষে উকিলবাবু:-
তন্ময় মুখার্জী
আদালতের আদেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন-২য় আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী সদর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে জুলাই, মঙ্গল বার, সপ্তমী তিথি। ৪ ঠা শ্রাবণ। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তোরী মঙ্গলে র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : গৌর বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। যার সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : গুপ্ত শত্রু।পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : গুপ্ত শত্রু । আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : কৃষ্ণ বর্নের মানুষ থেকে সচেতন থাকতে হবে। অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(শ্রী শ্রী বিপত্তারিণী ব্রত। শহীদ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের জন্মদিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একগুচ্ছ পরিকল্পনায় ৩ হাজার ৪ কোটি ৭২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ পাশ

পরিবহণে আধুনিকীকরণের রূপরেখা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া বার্তা মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের

দেবাশিস সেনগুপ্ত

পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, দুর্নীতি রোধ এবং যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়নকে সামনে রেখে বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য পরিবহণ দপ্তরের ৩ হাজার ৪ কোটি ৭২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ পাশ হয়েছে। বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক দপ্তরের একাধিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন। পরে জবাবি ভাষণে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার রূপরেখা তুলে ধরেন। মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যেও পরিবহণ পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে পরিবহণ ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম এবং একটি 'প্যারালাল

ইকোনমি' গড়ে উঠেছিল। বাস কেনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি জানান, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং যাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। অর্জুন সিং আরও বলেন, বহু সরকারি বাস দীর্ঘদিন অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া একাধিক বাসরুট পুনরায় চালু করা হবে। যাত্রী পরিষেবার উন্নয়নে সমস্ত বাস ডিপো, জেটি ও ফেরিঘাটে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি এমজি রোড হয়ে পর্ণশ্রী থেকে শিয়ালদহ এবং শকুন্তলা পার্ক থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত নতুন বাস পরিষেবা চালুর প্রস্তাব রয়েছে।

পরিবহণমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রের 'পিএম ই-বাস সেবা' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ১৫টি শহরে বৈদ্যুতিক বাস চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। জঙ্গলমহল ও পাহাড়ি এলাকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন বাস টার্মিনাস, চেকপোস্ট এবং পার্কিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হবে। কলকাতা ও শহরতলির ফেরি পরিষেবাকেও আরও নিয়মিত ও আধুনিক করার পরিকল্পনা রয়েছে। ট্রাম পরিষেবা নিয়েও আশাবাদী সুর শোনা যায় মন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ট্রাম পরিষেবাকে নতুনভাবে চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে রাইটস সমীক্ষা করছে, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অর্জুন সিং বেআইনি টোটো চলাচল নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রধান সড়কে টোটো চলাচল করা উচিত নয়। এই অনিয়ম বন্ধ করতে গেলে বিভিন্ন সিন্ডিকেট বাধা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বেলতলার পরিবহণ দপ্তরের কার্যালয়ে দালালচক্র সক্রিয় থাকার অভিযোগও তুলে ধরে তা বন্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

এছাড়া মোটর যান পরিদর্শক-সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ রাখার প্রস্তাবও বাজেটে রয়েছে। রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে সব মহলের সহযোগিতা চেয়ে অর্জুন সিং বলেন, পরিবহণ নিয়ে রাজনীতি নয়, মানুষের স্বার্থেই উন্নত পরিষেবা গড়ে তুলতে চাই। তাঁর বক্তব্যের পরই ভোটাভুটিতে পরিবহণ দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ পাশ হয়।

রাজ্যে ৪টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ার সিদ্ধান্ত সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে চারটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবার বিধানসভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের বাজেট বরাদ্দের উপর আলোচনার জবাবী ভাষণে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম বর্ধমান এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যের ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএসের ৬৫০টি আসন বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে একটি এইমস হাসপাতাল এবং একটি অত্যাধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশনের আওতায় ১,৩০৯ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে বলেও জানান তিনি। এই প্রকল্পে ২৩টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, ২৩টি জেলা জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার, ৪৬১টি গ্রামীণ এবং ২০৪টি শহুরে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির গড়ে তোলা হবে। শারদ্বত মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে চিকিৎসা পর্যটনের অন্যতম গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে পাঁচটি আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে ২,২১৫টি শয্যা বরাদ্দ করা হয়েছে, যেখানে রোগীরা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

এর আগে আলোচনায় অংশ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আজাদ মিনজাজুল আরফিন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবি তোলেন। কংগ্রেসের জুলফিকার আলি, সিপিএমের মোস্তাফিজুর রহমান, সেকুলার ফ্রন্টের নওশাদ সিদ্দিকী-সহ মোট ১২ জন সদস্য আলোচনায় অংশ নেন।

বিধায়কদের উত্থাপিত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভায় দৃষ্টি আকর্ষণী ও উল্লেখ পর্বে ওঠা বিভিন্ন জনস্বার্থের বিষয়কে আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিয়েছেন। অধিবেশনে তিনি জানান, বিধায়কদের উত্থাপিত বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। একই সঙ্গে প্রতি তিনমাস অন্তর সেই কাজের অগ্রগতি বা কমপ্লায়েন্স রিপোর্টও প্রকাশ করা হবে।

সোমবার অধিবেশনে বেহালা পূর্বের বিধায়ক শঙ্কর শিকদার এলাকার পানীয় জল ও জলনিকাশি সমস্যার প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর দাবি, বেহালা পূর্বের ১১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৮টি ওয়ার্ডেই পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে ১২২ নম্বর ওয়ার্ডে তীব্র জলসংকট তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, সামান্য বৃষ্টিতেই বেহালার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। তিনি স্থায়ী সমাধানের দাবি জানান।

এর জবাবে নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, পাইপলাইন পরিবর্তনের মতো স্থায়ী পরিকাঠামোগত কাজ আগামী দু'-তিন মাসের মধ্যে সম্ভব নয়। তবে আপাতত মোটর বসিয়ে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি, ছোট ছোট নিকাশি নালাগুলি ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উল্লেখ পর্বে বিধায়কদের উত্থাপিত বিষয়গুলিকে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তর অপ্রয়োজনীয় বলে গুরুত্ব দেয় না। সেই পরিস্থিতি বদলাতে তিনি সব দপ্তরের সচিবদের নির্দেশ দেবেন, যাতে বিধায়কদের তোলা প্রতিটি বিষয় সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয় এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনি অধ্যক্ষকেও অনুরোধ করেন, এই সমস্ত বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি নিজেও বিষয়গুলির অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। অধিবেশনে পয়েন্ট অফ অর্ডারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তাঁর বক্তব্য, অতীতে বিধানসভায় বিধায়কদের বক্তব্য ও মর্যাদাকে এভাবে গুরুত্ব দেওয়ার নজির ছিল না। বিধায়কদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের উত্থাপিত বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে কলকাতা বাস অপারেটরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সভায় উপস্থিত বাস মালিক, সংগঠনের পদাধিকারী ও প্রধান অতিথি রাকেশ সিং।

'ক্ষমতায় এসেছি বলে ছাড় নয়', সংগঠনে কড়া বার্তা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে সরকার গঠনের পর সংগঠনের চরিত্র বদলাবে না, এই বার্তাই স্পষ্টভাবে দিল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্য সফরের পর অনুষ্ঠিত কোর কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, দলের কোনও নেতা বা কর্মীর বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণ, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট চালানো বা প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠলে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। এই নির্দেশ জেলা স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে। দলীয় সূত্রের দাবি, শুধু সরকার পরিচালনা নয়, প্রশাসন ও সংগঠনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে সরকারের কাজের সাফল্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও সাংগঠনিক স্তরেই পালন করতে হবে বলে মত নেতৃত্বের।

রবিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাসভবনে হওয়া বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, অমিত মালব্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। এদিনের দীর্ঘ বৈঠকে ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক কৌশল এবং সরকারের সঙ্গে দলের সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বের মতে, হঠাৎ করে বিজেপিতে যোগ দেওয়া ব্যক্তিদের বিষয়ে সংগঠনকে সতর্ক থাকতে হবে। জেলা নেতৃত্বকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বার্তা দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

টিটাগড় টাটা গেট সংলগ্ন রাস্তার ধারে থাকা একাধিক দোকানপাটে চলল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার দুপুরে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে টিটাগড় টাটা গেট সংলগ্ন বিটি রোডের ধারে থাকা একাধিক অস্থায়ী খাবারের দোকানে চলল বুলডোজার। প্রশাসনের নোটিস ছাড়াই বুলডোজার চালিয়ে দোকানপাট ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় হতবাক দোকানদারেরা। কে বা কারা, কার নির্দেশে দোকানপাট ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। দোকানপাট ভাঙচুরের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়দা থানার পুলিশ। এই ধরনের কাণ্ড কারা ঘটালো, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের দাবি, এদিন দুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন রাস্তাঘাট একেবারেই শুনশান ছিল। এই সুযোগে কয়েকজন যুবক আচমকা হানা দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে সমস্ত দোকানপাট ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বিজেপির টিটাগড় মণ্ডলের সভাপতি সন্তোষ সিং বলেন, বুলডোজার চালিয়ে গরিব মানুষের রুটিরুজি কেড়ে নেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে প্রশাসনের উচিত বুলডোজারটিকে বাজেয়াপ্ত করা।

শহিদ মিনার ময়দানে সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে পৌঁছলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। *ছবি- অদিতি সাহা*

বিজেপির নামে গ্রামবাসীদের চাষ বন্ধের ফতোয়া জামালপুরে

পোস্টার ও ঢ্যাঁড়া দিয়ে ফতোয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে বিজেপির নাম করে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে এবং পোস্টার সাঁটিয়ে চাষবাস বন্ধের ফতোয়া দেওয়ার ঘটনায় এলাকা জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। জোৎচাঁদ ও পাইকপাড়া গ্রামের কয়েকশো বিঘা কৃষিজমিকে কেন্দ্র করে এই নজিরবিহীন ফতোয়া জারি করা হয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শান্ত গ্রাম আচমকাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, আর তার পরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জোৎচাঁদ ও পাইকপাড়া গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় আচমকাই কিছু পোস্টার নজরে আসে। সেই পোস্টারগুলিতে বিজেপির নাম ব্যবহার করে সাফ জানানো হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কিছু জমিতে চাষ করা যাবে না। শুধু পোস্টার সাঁটানোই নয়, রীতিমতো ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে (ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করে) গ্রামবাসীদের মাঠে নামতে নিষেধ করা হয়।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি তুঙ্গে উঠেছে।

ঘটনাটি জানাজানি হতেই তৎপর হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনো দূর-দূরান্তের সম্পর্ক নেই। তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এবং এলাকায় রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসই এই চক্রান্ত করেছে। বিজেপির নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ২১ জুলাই ২০২৬, ৪ শ্রাবণ ১৪৩৩, মঙ্গলবার

বঙ্গে এবার ‘হর ঘর তিরঙ্গা’র বড় কর্মসূচি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ রাজ্য বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই বছরের স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিকে আরও বড় আকারে পালন করার প্রস্তুতি শুরু করছে রাজ্য বিজেপি। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জাতীয় পতাকাকে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এই প্রচারে অংশ নিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছে রাজ্য বিজেপি। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বান অনুযায়ী জাতীয় পতাকাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এবারের কর্মসূচি সাজানো হয়েছে। ৯ অগস্ট থেকে ১৪ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলায় এই অভিযান চলবে। এই কর্মসূচির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে। তাঁর সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজু), সোনালি মুর্মু সোরেন, মহাদেব সরকার এবং ফাল্গুনী পাত্র। ইতিমধ্যেই জেলা নেতৃত্বের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিজেপির নেতৃত্বের দাবি, এটি কোনও দলীয় পতাকার কর্মসূচি নয়। জাতীয় পতাকাকে সামনে রেখেই সব আয়োজন হবে। প্রতিটি এলাকায় মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। গেরুয়া শিবিরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিভিন্ন এলাকায় জাতীয় পতাকা হাতে পদযাত্রা হবে। পাশাপাশি দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সচেতনতামূলক কর্মসূচি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় পতাকা বিতরণের উদ্যোগও নেওয়া হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানানো হবে।

রাজ্য বিজেপি চাইছে, এই কর্মসূচির মধ্যেই একদিন বাংলায় এসে সভা করুন অমিত শাহ। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, এ বিষয়ে তাঁর কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানানো হয়েছে। যদি তিনি সম্মতি দেন, তাহলে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ আরও বাড়বে। পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সর্বভারতীয় নেতাদেরও উপস্থিত রাখার চেষ্টা চলছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এবার রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় থাকার কারণে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিকে শুধু প্রতীকী কর্মসূচি হিসেবে না দেখে সংগঠন বিস্তারের একটি সুযোগ হিসেবেও দেখছে গেরুয়া শিবির। স্বাধীনতা দিবসের আবেগকে সামনে রেখে বুথস্তর পর্যন্ত পৌঁছনোর কৌশল নিয়েছে দল। ফলে জাতীয় পতাকার প্রচারের পাশাপাশি এই কর্মসূচি যে রাজনৈতিক সংগঠনকে আরও সক্রিয় করারও একটি বড় মঞ্চ হয়ে উঠতে পারে, সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট করছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব।

ফ্ল্যাট থেকে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, রক্তাক্ত অবস্থায় মিলল লিভ-ইন পার্টনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: লিভ-ইন সম্পর্কের ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখল কলকাতা। নিউটাউনে লিভ ইন পার্টনারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। মৃতার নাম তৃষা সাহা (২৫)। বাড়ি নৈহাটিতে। তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। সূত্রের খবর, চার মাস আগে থেকে সৌভিক রায় নামে এক যুবকের সঙ্গে নিউটাউনের চণ্ডীবেড়িয়াতে একটি ফ্ল্যাটে একত্রবাসে থাকতে শুরু করেছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিগত চারমাস ধরে নিউটাউনের একটি ফ্ল্যাটে সহবাস করছিলেন দু’জনে। সৌভিকও ওই একই কোম্পানিতে কর্মরত। এদিন সৌভকিকেও রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এই মুহূর্তে সৌভিক স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিন্তু পুরো ঘটনা কী করে ঘটল তা নিয়ে দানা বেঁধেছে রহস্য। তৃষা সাহার মৃত্যুর কারণও এখনও পুলিশের কাছে স্পষ্ট নয়। জোরকদমে চলছে তদন্ত।

পুলিশের অনুমান, সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে এই ঘটনাটি ঘটে। তরুণীর শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পায়ে রয়েছে ক্ষত চিহ্ন। তাই সৌভিক ও তৃষার মধ্যে কোনও ঝামেলা হয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্যদিকে মারধর করে তৃষাকে ঝুলিয়ে দিয়ে সৌভিক রায় আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে কিনা সেটাও ভাবাচ্ছে পুলিশকে। আপাতত আশেপাশের লোকজনকেও জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। অন্যদিকে তৃষার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেও এ বিষয়ে ধোঁয়াশা অনেকটাই কাটবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি সৌভিকের বয়নাও এ ক্ষেত্রে পুলিশের রহস্য সমাধানে বড় অস্ত্র হতে পারে।

এই ঘটনায় বাড়ির মালিক সুদাম মাইতি বলছেন, আগে ওদের মধ্যে কোনও ঝামেলা বা অশান্তি হয়েছিল বলে শুনিনি। ৪ থেকে ৫ মাস ওরা এখানে রয়েছে। লিভ ইনেই থাকত। আমি খবর পাওয়ার পরেই পুলিশকে জানাই। আত্মহত্যা না অন্য কোনও ঘটনা পুলিশ সেটা দেখছে। আমার যে এগ্রিমেন্টের কাগজ বা অন্য ডকুমেন্ট রয়েছে সবই দিয়েছি।

২১ জুলাইয়ের চেনা ছবি মলিন, উধাও মেগা ক্যাম্প!

বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় কর্মী সামলাচ্ছে দুই তৃণমূল শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পালা বদলের পর প্রথমবারের ২১ জুলাইয়ের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবারের ২১ জুলাই সমাবেশে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন চোখে পড়ছে কর্মীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায়। একসময় সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম বা বড় অস্থায়ী শিবিরে হাজার হাজার কর্মীর থাকার ব্যবস্থা করা হত। যদিও এবার সেই ছবি নেই। একদিকে যেমন আদালতের কড়া নির্দেশ, অপরদিকে প্রশাসনিক কড়াকড়ি, আর তার মধ্যে দলের অন্দরের আড়াআড়ি বিভাজন, সব মিলিয়ে কর্মীদের সমাবেশের আগে এনে রাখার পরিকল্পনাই বদলে গিয়েছে।

একদিকে যেমন কালীঘাটের তৃণমূল নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে, এবার দূরবর্তী জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী আনার পরিকল্পনা নেই। তাই আদালত সর্বাধিক ৩,০০০ জনের জমায়েতের অনুমতি দেওয়ায় সমাবেশকে সীমিত পরিসরেই রাখা হচ্ছে। ফলে বড় কোনও আবাসন শিবির বা গণ-রান্নার আয়োজন করা হয়নি। অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবির বড় জমায়েতের লক্ষ্য নিয়েছে। তাদের দাবি, প্রায় ৫০ হাজার সমর্থক কলকাতায় আসবেন। সেই কারণে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন ছোট লজ, ধর্মশালা এবং দলীয় নেতাদের উদ্যোগে কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এবার কোনও জাঁকজমক বা উৎসবের পরিবেশ থাকবে না। কলকাতা ও আশপাশের জেলার অধিকাংশ কর্মী সকালে এসে সভা শেষ করেই ফিরে যাবেন। যাঁরা আগের দিন শহরে পৌঁছবেন, তাঁদের জন্য স্থানীয় দলীয় কার্যালয়, ছোট লজ বা সীমিত পরিসরের থাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বিদ্রোহী শিবিরের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, জেলাভিত্তিক পরিচয়পত্র বা ব্যাজ দেওয়া হয়েছে। ব্যাজ ছাড়া কেউ সমস্যায় পড়লে তার দায় দল নেবে না। সভার সংগঠকদের মতে, এতে কর্মীদের শনাক্ত করা সহজ হবে এবং বিশৃঙ্খলাও কমবে। এদিকে শহরে প্রবেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নজরদারি বাড়িয়েছে কলকাতা পুলিশ। রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাস ও শহরের প্রবেশপথে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বড় যানবাহনে অতিরিক্ত কর্মী আনার ক্ষেত্রেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

‘আমাকে চমকাস না’, অভিষেককে নিশানা মদনের

২১ জুলাই ঘিরে মমতাকেও সতর্কবার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিকে ঘিরে তৃণমূলের দুই শিবিরের সংঘাত আরও তীব্র হল। রবিবার রাতে ফেসবুক লাইভে কালীঘাট শিবিরের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। একই সঙ্গে ২১ জুলাইয়ের দুই পৃথক কর্মসূচি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক থাকার বার্তাও দেন তিনি। সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ছেড়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছেন মদন মিত্র। এতদিন প্রকাশ্যে খুব বেশি আক্রমণাত্মক না হলেও, এদিনের ফেসবুক লাইভে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত তীব্র।

এদিন রাতের ভিডিও বার্তায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে মদন বলেন, আমাকে ধমকে বা ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না। ডায়মন্ড হারবার মডেল দেখিয়ে অন্য কাউকে ভয় দেখানো যেতে পারে, কিন্তু আমাকে নয়। আমি কাউকে ভয় পাই না। আমাকে দালাল বলা হচ্ছে, কিন্তু আমি কারও দালালি করিনি। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছি আমি। ২৭ মাস জেলে থাকার পরেও তিন গুণ ভোটে জিতে এসেছি। এরপর আরও কড়া অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, অভিষেক একজন খুনি। সুপারি কিলার দিয়ে খুন করায়। ওর মানসিকতা অপরাধমূলক। তারপরও আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে।

এদিন শুধু অভিষেক নন, ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সতর্ক করেন মদন মিত্র। তাঁর বক্তব্য, দুই শিবিরই আলাদা কর্মসূচি করবে। যেখানে আপনাদের সভা, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর এলাকার মধ্যে পড়ে। সকাল থেকে যদি বেশি উত্তেজনা তৈরি হয়, তা হলে গোলাগুলির মতো পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। তাই সাবধানে থাকবেন। ২১ জুলাইকে সামনে রেখে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ্য বাকযুদ্ধ যেভাবে বাড়ছে, তাতে রাজনৈতিক উত্তাপ যে আরও বাড়বে, মদন মিত্রের এই মন্তব্য সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট করে দিল।

‘বন্দে মাতরমকে সরানোই ছিল ঐতিহাসিক ভুল’, কংগ্রেসকে তোপ শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার রাজ্যসভার বাদল অধিবেশনের শুরুর দিনে রাজ্যসভার সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ‘বন্দে মাতরম’ বিতর্ক তুলে কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, স্বাধীনতার আগে নেওয়া কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব দেশকে ভোগ করতে হয়েছে। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই বন্দে মাতরমকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, কারণ সেই সময়কার সরকার তা হতে দেয়নি। তিনি আরও দাবি করেন, নেহেরুবাদী রাজনীতি বন্দে মাতরম-এর পক্ষে ছিল না। একই সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও বন্দে মাতরমকে সমর্থন করেছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠিই তার বড় প্রমাণ। বিজেপি রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, সেদিন বন্দে মাতরমকে সরিয়ে দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত ছিল। যদি তা না ঘটত, তাহলে দেশের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। নিজের বক্তব্যের শেষে তিনি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গও তোলেন। তাঁর কথায়, আজ সবাই বুঝতে পারছেন, দেশ এক নতুন রাজনৈতিক পর্বের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। এটাই নতুন যুগ। শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা আলিপুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষার সঙ্গে এবার দোসর ঘূর্ণাবর্ত আর নিম্নচাপ অঞ্চল। আর তার জেরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে। ভারী বর্ষণ চলছে উত্তরবঙ্গেও। তবে আপাতত উত্তরে দুর্যোগ কিছুটা কমতে চলেছে, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গে আরও কিছু দিন ভারী বৃষ্টি চলবে। বিক্ষিপ্ত বর্ষণে ভিজবে কলকাতা ও শহরতলি।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের কাছাকাছি যে নিম্নচাপ অঞ্চলটি তৈরি হয়েছিল, তা এখন শক্তি হারিয়েছে। তবে রাজস্থান থেকে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড় হয়ে বর্ষাকালীন অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রতল থেকে তার উচ্চতা ১.৫ কিলোমিটার। এছাড়া, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে যে ঘূর্ণাবর্তটি ছিল, তা আপাতত উত্তর ঝাড়খণ্ড এবং সংলগ্ন বিহারের উপর রয়েছে। এর প্রভাবে সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে স্থলভাগে। তাই রাজ্যে এখনও ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। এই চার দিনে দক্ষিণবঙ্গের অন্য একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং নদিয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

উত্তরবঙ্গে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে। এই পাঁচ জেলায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া, উত্তর দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্ত ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ মঙ্গলবার থেকে সমগ্র উত্তরবঙ্গেই বৃষ্টি কমবে। কেবল জলপাইগুড়িতে বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে আপাতত আর কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।

এদিকে কলকাতার তাপমাত্রা সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি বেশি। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম।

শিশুকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তকে আড়াল, গ্রেপ্তার তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উত্তর ২৪ পরগনার দমদম পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। আর এই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা এবং অভিযুক্তদের আড়াল করার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর।

পুলিশ সূত্রে খবর, ‘নির্যাতিতা’র বয়স সাড়ে তিন বছরের কাছাকাছি। পরিবার এবং স্থানীয়দের অভিযোগ, রবিবার এক প্রতিবেশী শিশুটিকে কোলে নিয়ে বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। শিশুটির হাতে মোবাইল দিয়েছিলেন তিনি। এরপর বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে তাকে যৌন নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ। এক প্রতিবেশিনীর দাবি, তিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ নিয়ে হুলুস্থুল শুরু হতেই অভিযুক্ত পালিয়ে যান। আর বিষয়টি প্রাক্তন কাউন্সিলরের কানে যেতে তিনি ‘মিটমাট’ করে নেওয়ার পরামর্শ দেন বলে অভিযোগ।

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযুক্তকে আড়াল করা এবং তাঁকে পালাতে সাহায্য করেছেন বলে প্রাক্তন কাউন্সিলরকে একহাত নেন স্থানীয়দের একাংশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দমদমের বিজেপি বিধায়ক অরিজিৎ বক্সি। তিনি জানান, ‘প্রাক্তন কাউন্সিলর অনেক অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু এবার একটি শিশুর সঙ্গে যে বর্বরোচিত আচরণ করা হল আর দোষীকে পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেও দিলেন শুধু তা-ই নয়, প্রত্যক্ষদর্শীকে হুমকি দিয়ে চুপ থাকতে বলেছেন। আমরা অভিযোগ জানিয়েছি। আশা করছি, পুলিশ সঠিক পদক্ষেপ করবে।’

ইতিমধ্যে নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মূল অভিযুক্ত পলাতক বলে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বয়স চল্লিশের কোঠায়। তিনি ওই এলাকায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। অন্য দিকে, শিশুকে যৌন নির্যাতনে জড়িত অভিযুক্ত এবং প্রাক্তন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দমদম থানার সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এরপরেই দমদম ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করা হয়। মূল অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ।

২১ জুলাইয়ে ‘কাঠগড়ায়’ মণীশ গুপ্ত, গ্যালারিতে থাকবে ১৯৯৩-এর ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এই বছর ২১ জুলাইকে সামনে রেখে শহিদ মিনারে আলাদা কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। শহিদ মিনারে তাদের সমাবেশে ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাইয়ের ঘটনাকে সামনে এনে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্তের শাস্তির দাবি তোলা হবে। সেই উদ্দেশ্যেই মূল মঞ্চের পাশে প্রতীকী একটি ‘কাঠগড়া’ তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে মণীশ গুপ্তের কাটআউট রেখে উপস্থিত মানুষের কাছে প্রশ্ন তোলা হবে, ওই ঘটনার তার বিচার হওয়া উচিত কি না।

সোমবার কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে মহাকরণ অভিযানের সময় পুলিশের গুলিতে ১৩ জন কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল এবং বহু মানুষ আহত হন। তাদের অভিযোগ, সেই ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে আজও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই এবারের কর্মসূচিতে শহিদ পরিবারের সদস্যদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও বিচার চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে প্রদেশ কংগ্রেস সূত্রের খবর।

এইবারের এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা অমিতাভ চক্রবর্তী ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্য, সিপিএম সরকারের আমলে যেমন বিচার হয়নি, তেমনই গত ১৫ বছরেও সেই ঘটনার দায়ীদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলেও তার বাস্তব ফল মেলেনি।

তাই মঞ্চের পাশেই ১৯৯৩ সালের আন্দোলনের বিভিন্ন ছবি নিয়ে একটি প্রদর্শনীও করা হবে। সেখানে সেই সময়ের যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও রাখা হবে। এ বিষয়ে অমিতাভ চক্রবর্তীর বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই আন্দোলনের ইতিহাসের অংশ। তাই সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরতে তাঁর ছবি থাকবেই। ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। তবে একই সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কটাক্ষ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আন্দোলনের ইতিহাস যেমন বদলানো যায় না, তেমনই পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস কর্মীদের উপর যে সন্ত্রাস চলেছে, সেটাও অস্বীকার করা যাবে না। যাঁর বিরুদ্ধে গুলিচালনার অভিযোগ উঠেছিল, পরে তাকেই মন্ত্রী করা হয়েছিল। শহিদদের প্রতি সেটাই সবচেয়ে বড় অবিচার।

রবিবার শহিদ মিনারে গিয়ে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা। সূত্রের খবর, সমাবেশের জন্য দু’টি মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। মূল মঞ্চে জাতীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি শহিদ পরিবারের সদস্যরা থাকবেন। দ্বিতীয় মঞ্চে জায়গা পাবেন বিভিন্ন জেলার নেতারা। আয়োজকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মঞ্চের ব্যাকড্রপে কোনও নেতার ছবি থাকবে না। সেখানে শুধুমাত্র লেখা থাকবে ‘একুশে জুলাই শহিদ স্মরণ’।

নাবালককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ রিহ্যাব সেন্টারের চার কর্মীর বিরুদ্ধে, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মানসিক উদ্বেগগ্রস্থ এক নাবালককে পিটিয়ে মারার অভিযোগে রিহ্যাব সেন্টারের চার কর্মীকে গ্রেপ্তার করল বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ। মৃত নাবালকের পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে যে অভিযোগ করেছে তাতে জানানো হয়েছে, বাঁশদ্রোণী থানা এলাকার এক দম্পতির ছেলে বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ মানসিক উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন। বাড়িতে প্রায়শই নানাধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করত ওই নাবালক। তাতেই উদ্বেগ বাড়ছিল পরিবারে। সেকারণেই অন্যত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর রবিবার পরিবারের তরফে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি রিহ্যাব সেন্টারের যোগাযোগ করা হয়। গাড়ি নিয়ে রিহ্যাব সেন্টারের কর্মীরা নাবালককে নিয়ে যাওয়ার জন্য পৌঁছয়।

সূত্রের খবর, বাড়ি থেকে নাবালককে একপ্রকার জোর পূর্বক বের করে নিয়ে গাড়িতে তোলেন রিহ্যাব সেন্টারের কর্মীরা। গাড়িতে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

সম্পাদকীয়

পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে আগেই কড়া হওয়া প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের

ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার নিয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। বন্দুকের নল দিয়ে কাশ্মীরিদের সেই বিদ্রোহ দমন করতে উঠেপড়ে লেগেছে পাক সেনা। মৃত্যু হয়েছে বহু প্রতিবাদীর। এই ঘটনায় এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। সেনা অভিযানে অধিকৃত কাশ্মীরে প্রতিটি মৃত্যুর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেনিভার তরফে জারি হয়েছে কড়া বিবৃতি। তাতে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নির্বাচনের আগে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন। আরও বলা হয়েছে, জুন মাস থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে একাধিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। যাদের অধিকাংশই প্রতিবাদী। টুর্ক বলেন, সব মৃত্যুর অবিলম্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। এদিকে অধিকৃত কাশ্মীরে বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেওয়া জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি বা জেএএসি-কে নিষিদ্ধ করেছে পাক প্রশাসন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে বহু কর্মী-সমর্থককে। এই ঘটনারও নিন্দা করেছে রাষ্ট্রসংঘ। আরও বলা হয়েছে, নাগরিক সমাজের একটি সংগঠনকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা এবং জন সমাবেশের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা অন্যায়। এই ঘটনা মত প্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার এবং সংগঠনের স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন। যা উদ্বেগের বিষয়। টুর্কের মতে আটক জেএএসি নেতাদের আইনি সহায়তা এবং পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া উচিত। সঙ্গে নিরপেক্ষ বিচার ও যথাযথ অধিকার সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করা উচিত পাক সরকারের। ওই এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা অবিলম্বে চালু করারও আবেদন জানিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। অস্বাভাবিক হারে কর, মুদ্রাস্ফীতি এবং পাক সরকারের দমনপীড়নে অতিষ্ঠ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনতা। এর প্রতিবাদে চলছে টানা আন্দোলন। আর তা দমনের নামে পাক প্রশাসন মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অধিকার হরণ করছে। কিন্তু সব জেনেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ এতদিন কেন নীরব ছিল সেটাই প্রশ্ন।

শব্দছক ২২২

রবি দাস

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
■	৬		■	৭		৮	
	৯			■	■		■
		■	■	১০	১১		
১২			১৩	■	১৪		
	■	■	১৫			■	১৬
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি: ১. আদেশ করে ডেকে পাঠানো ৩. সুরকে কম্পন করানো ৫. প্রেমপাত্রী ৬. চোখে কম দেখে যে ৭. হুলুস্থুল ব্যাপার ৯. জেল্লা ১০. প্রাপ্য ১২. কামার ১৪. শরীর ১৫. বলপূর্বক কব্জা করা ১৭. প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে এমন ১৮. ব্যাধ

ওপর-নিচ: ১. গরম ২. অপযশ ৩. সুতলী ৪. নরাধম ৬. কাজ ও তার আনুষঙ্গিক কাজ ৮. কামনার নিরসন ১১. উকিল সম্বন্ধিয় ১২. কাজল ১৩. দাঁত ১৬. বাণ

সমাধান ২২১ — পাশাপাশি: ১. বেহুলা ৩. ভূ-ভারত ৬. ঘরামি ৭. লাখ ৮. মানব ১০. পূত ১২. নীর ১৩. খোঁজ করা ১৫. কমজন ১৭. সদা ২০. শাখ ২১. অভয় ২২. দহ ২৪. বসন ২৫. পরিকর ২৬. লক্কর

ওপর-নিচ: ১. বেইমানী ২. লাঘব ৩. ভূমিপূজন ৪. বলা ৫. তখন ৯. নরক ১১. তক ১৩. খোঁজখবর ১৪. রাসভ ১৬. মশা ১৮. দায়ভার ১৯. পাদপ ২১. অনল ২৩. হরি

আজকের দিন

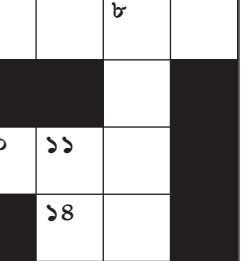

■ **১৯৯৩** — ২১ জুলাই কলকাতা গুলিবর্ষণ। এই দিনে, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বাধ্যতামূলক ভোটার আইডি কার্ডের দাবিতে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসের একটি প্রতিবাদী মিছিলের ওপর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের এই পদক্ষেপে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী নিহত হন।

জন্মদিন

১৯৩০ *বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার আনন্দ বক্সির জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মল্লিকার্জুন খাড়গের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সন্দেশ ঝিংগানের জন্মদিন।*

মল্লিকার্জুন খাড়গে

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে বাংলাদেশের সরকার ও সরকারবিরোধী দলের আতঙ্কেই তাঁর তুমুল জনপ্রিয়তা প্রতীয়মান

স্বপনকুমার মণ্ডল

ফাইল চিত্র

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড মহম্মদ ইউনুস দেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে নিজের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার জন্য যেভাবে সময় নিয়ে সংশোধন ও সংস্কারের পথে হাঁটতে চেয়েছেন,তাতে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ক্ষমতার মেয়াদ নানাভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । শেষে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির চাপে ওজর আপত্তি মেনে নিয়ে নানা টালবাহানার পর বছর দেড়েকের মাথায় ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও ২০২৪-এর ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের জের তারপরেও সক্রিয় থাকে। সেখানে মৌলবাদীরা ষড়যন্ত্র করে একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা দখল করেও স্বস্তিতে ছিল না।

এ বছর ডিসেম্বরে শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার কথা সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই আবার নতুন করে সে দেশে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একে তাঁর দেশে ফেরার আতঙ্ক মাঝেমধ্যেই সে দেশের রাজনৈতিক চর্চার বিষয়আশয় হয়ে ওঠে,তার উপরে এ বার তাঁর মুখেই দেশে ফেরার স্পষ্টবার্তা সরাসরি ধেয়ে আসায় সম্মুখ সমরের হাতছানিতে উতলা বাংলাদেশ । এখন তারই জের ঊর্মিমুখর। শেখ হাসিনা প্রায় দুবছর পর যখন নিজে থেকেই তাঁর দেশে ফেরার সময় নির্দিষ্ট করে বলেছেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তা নিয়ে সে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। শেখ হাসিনার অবর্তমানে সে দেশে আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়। এ ছাড়াও অসংখ্য মানুষকে খুন করা থেকে ব্যাপক দুর্নীতির দায়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ড বহাল করেও তাঁকে নিয়ে যে সে দেশের সরকার ও সরকারবিরোধী দলগুলির মনে কোনওরকম স্বস্তি নেই, বরং যথেষ্ট পরিমাণেই আতঙ্ক রয়েছে, তাঁর দেশে ফেরার বিরোধিতা থেকে বিচারের রায় বহালের চেতাবনিতেই প্রতীয়মান। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে বর্তমান সরকার ও সরকারবিরোধী দলগুলির অদ্ভুত ঐক্য। অন্যদিকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৌলবাদীদের চরম বিরোধিতা এখনও বহাল তবিয়তে। সেদিক থেকে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা যে এখনও কমেনি, বরং আরো বেড়েছে,তা তাঁর দেশে ফেরার আতঙ্কিত বিরোধিতা থেকেই জনসমর্থনের নিবিড়তাতেই প্রতীয়মান। অন্যদিকে তাঁর আসার অধীর অপেক্ষায় জনমানসের তীব্র আকুতিই আজ হাসিনাবিরোধী শাসক ও বিরোধীদলের রক্তচাপকে উপেক্ষা করার সৎসাহস জুগিয়ে চলেছে । সেখানে শেখ হাসিনার বিপুল জনপ্রিয়তাই তাঁর বিরোধীদের বিরোধিতাকে আরও তীব্রতর করে তুলছে। তাঁর অসামান্য প্রভাব এখনও কত গভীর,কত বিস্তৃত,তা তাঁকে নিয়ে গণমাধ্যমে আতঙ্কিত আলোচনা-সমালোচনা, শোরগোলেই প্রতীয়মান।

ষোলকলা পূর্ণ হওয়ার মতো ২০২৫-এর ১৭ নভেম্বর ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এ শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার ফলে শত্রুর শেষ না রাখার বিকৃত উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে এবং তা একই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে । তার পরেও স্বস্তি নেই। এবারে দুর্নীতির দায়ে আবার শাস্তিবিধানের আয়োজন । ২৭ নভেম্বর ঢাকার একটি আদালতে জমি দুর্নীতির মামলায় শেখ হাসিনাকে ২১ বছরের কারাদণ্ড দেয়। তার সঙ্গে তাঁর ছেলে ও মেয়েরও জেল-জরিমানা হয়েছে । শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্কের লকারে শেখ হাসিনার প্রচুর সোনা উদ্ধারের খবরও ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । সেখানেও দুর্নীতির বিচার অপেক্ষা করে আছে। আসলে বাংলাদেশের মৌলবাদী মদতপুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ হাসির আয়োজনে শেখ হাসিনার ফাঁসি আসলে সে দেশের গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে হত্যা করার সামিল। আর তা কোনওভাবেই অপ্রত্যাশিত হয়, সবই পরিকল্পনামাফিক ষড়যন্ত্রে নির্বিরোধী একাধিপত্যে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করার নিবিড় আয়োজন । সেখানে কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছুতোয় মৌলবাদীদের সংগঠিত ষড়যন্ত্রে জনরোষ সৃষ্টি করে ২০২৪-এর জুলাই-এ যেভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ৫ আগস্টে ক্ষমতা দখলের আয়োজন শুরু হয়েছিল, তার মধ্যেই সেই নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড লেখা হয়ে গিয়েছিল । এজন্য ডানা ছেঁটে হত্যা করার কৌশলে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব বিপন্ন করেই ক্ষান্ত হয়নি, শেষে তার উপরে চিরতরের নিষেধাজ্ঞাও জারি করে। সেখানে মূলত কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার নামে মানবতাবিরোধী গণহত্যা চালানোর গুরুতর অভিযোগে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, আজ্ঞাবাহী পুলিশপ্রধানের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ফাঁসির রায়দান ছিল সময়ের অপেক্ষা । সেই গণহত্যার মূলচক্রী হিসেবে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডই মূল লক্ষ্য ছিল, তাও 'খুনী' হাসিনার বিচারের জিগির অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের অব্যবহিত পরিসরে মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্রেই ক্রমশ দাবিদাওয়ার মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে । এজন্য ধর্মীয় মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকার দেশে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেই স্বস্তি লাভ করেনি, ভারতে আশ্রয় নেওয়া দেশান্তরী শেখ হাসিনাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আয়োজনে কফিনে শেষ পেরেক মারার জন্য ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল । তারই ট্র্যাজিক পরিণতি শেখ হাসিনার ফাঁসির মৃত্যুদণ্ড যা বিচারের নামে নির্বিচারে শত্রুনিধন যজ্ঞের সর্বশেষ আয়োজন । সময়ের প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তা জরুরি হয়েও উঠেছিল ।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড মহম্মদ ইউনুস দেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে নিজের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করার জন্য যেভাবে সময় নিয়ে সংশোধন ও সংস্কারের পথে হাঁটতে চেয়েছেন,তাতে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ক্ষমতার মেয়াদ নানাভাবে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । শেষে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির চাপে ওজর আপত্তি মেনে নিয়ে নানা টালবাহানার পর বছর দেড়েকের মাথায় ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিলেও ২০২৪-এর ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের জের তারপরেও সক্রিয় থাকে। সেখানে মৌলবাদীরা ষড়যন্ত্র করে একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতা দখল করেও স্বস্তিতে ছিল না। নানা ফন্দি ফিকির করে সুস্থ ও সুষ্ঠু গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার বুলি কপচিয়ে যেভাবে একের পর এক প্রতিরোধাত্মক থেকে প্রতিশোধাত্মক সিদ্ধান্তে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, তার মধ্যেই মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের আসল উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ে । অন্তর্বর্তী সরকারের সংবিধান সংশোধন থেকে নির্বাচনী সংস্কারের মাধ্যমে নানা অজুহাতে ক্ষমতা ধরে রাখার দুরভিসন্ধি, মৌলবাদীদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার গোপন ষড়যন্ত্র কিছুই অলক্ষ্যে থাকেনি। যেখানে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের নির্বাচন নিরপেক্ষ ভাবে করার মধ্যেই দায়দায়িত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে নির্বাচিত সরকার না হয়েও জাতীয় সংসদকে উপেক্ষা করে শুধু মাত্র অস্থায়ী ভিত্তিতে সরকার পরিচালনার দায় নিয়েই একের পর এক অসাংবিধানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । শুধু তাই নয়, প্রতিশোধের খেলায় মেতে যেমন দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমন বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে ধ্বংস করে ধর্মীয় মৌলবাদীদের পূর্ব পাকিস্তানকে ফিরিয়ে আনার আয়োজনও চলেছে । স্বাভাবিক ভাবেই সেক্ষেত্রে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মুছে ফেলে চব্বিশের জুলাইয়ের গণআন্দোলনের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা জরুরি মনে হয়েছে। সেক্ষেত্রে মৌলবাদী মদতপুষ্ট সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে ও শেখ হাসিনা নির্বাসিত হলেও স্বস্তিবোধ করতে পারেনি। বিশেষ করে বাংলাদেশে এখনও বঙ্গবন্ধুর প্রভাব বর্তমান । তাঁর আওয়ামী লীগের প্রতি সে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন রয়েছে । অন্যদিকে শেখ হাসিনার প্রতি সাধারণ মানুষের আশাভরসা এখনও সচল, সরল। এজন্য দেশের বাইরে থাকলেও দেশে যাতে তাঁর বার্তা ছড়িয়ে না পড়ে, তা নিয়েও অন্তর্বর্তী সরকারের বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে । তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এখনও শেখ হাসিনার তুমুল জনপ্রিয়তা । তাঁর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় সে দেশের মানুষের স্বপ্ন জেগে রয়েছে অবিরত । সেক্ষেত্রে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে নিষ্কণ্টক হওয়ার চেতনা ধর্মীয় মৌলবাদী থেকে অন্তর্বর্তী সরকারেরও পাখির চোখ হয়ে ওঠে। সে চোখেই হাসিনার ফাঁসির প্রতীক্ষাই বলে দেয় আগামী বাংলাদেশের পাকিস্তানি সরকার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হাসিনার মৃত্যুদণ্ড কতটা জরুরি ছিল। ২০২৬-এর নির্বাচিত সরকারের মধ্যেও সেই শেখ হাসিনার আতঙ্ক চেপে বসেছে। এজন্য ক্যাঙারু বিচারের রায়কেই বহাল করে হাসিনার পরাক্রমশালী শক্তিকে নিঃস্ব করার আয়োজনের কথা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আগে তা নিয়ে সে দেশের বর্তমান শাসকদলের কোনওরকম উচ্চবাচ্য ছিল না। আসলে সে দেশে এখনও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রতিভূ, আলোর দিশারি শেখ হাসিনা । এজন্য সেই আলোদিশারিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন না করা গেলে বাংলাদেশকে মৌলবাদীদের পাকিস্তান বানানো সম্ভব হবে না।

অন্যদিকে ইতিহাসে যুদ্ধে জয়ীরাই চিরকাল পরাজয়ীদের বিচার করে নিজেদের ইচ্ছেমতো নিষ্কণ্টক ক্ষমতায়নের পথে হাঁটে, নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস রচনায় সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে পরাজয়ীর কোনওরকম ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনায় বা ক্ষমতায় ফিরে আসার সদিচ্ছার প্রতিরোধ থেকে শত্রুদমনের প্রয়াসে ধর্মের কাঠগড়াকেই অধর্মের হাতিয়ার করে তোলা হয়। জয়ীদের যুদ্ধজয়ের ষড়যন্ত্র জনরোষের প্রতিফলনে মহিমান্বিত হয়, পরাজয়ীর প্রতিরোধের প্রয়াসেও গণহত্যার মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ জেগে ওঠে । কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে মৌলবাদীদের সংগঠিত পরিকল্পনায় গড়ে তোলা ষড়যন্ত্রের শিকারে দেশের একটি নির্বাচিত সরকারকে তীব্র জনরোষে গণঅভ্যুত্থানের ছায়ায় উৎখাত করাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কুশাসন ও দুর্নীতি থেকে নির্বাচনী তছরুপ করে ভোটে জেতা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসন-শোষণের অভিযোগ তুলে ধরা হয়। অথচ তাঁকেই ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পথে। গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা যেত। সেখানে স্বৈরাচারীর বুলেটের চেয়ে গণতন্ত্রের ব্যালট জরুরি ছিল। অথচ তা না করে দেশের জনগণকে প্ররোচনা দিয়ে সরকারবিরোধী যুদ্ধং দেহি মনোভাব জাগিয়ে তুলে দেশের জনগণকে গণহত্যারের টোপে পরিণত করে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে অমান্য করে ভেঙে দিয়ে সর্বত্র ধ্বংসলীলা চালানোর প্রয়াস বৈধতা লাভ করে। সেক্ষেত্রে তা রক্ষা করতে গিয়ে বা প্রশাসন সচল রাখার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করাকেই গণহত্যায় সামিল করে পরিকল্পিত ক্যাঙারু আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা স্বাভাবিক, মৃত্যুদণ্ডও প্রত্যাশিত । তাতে মাথাকে নিশ্চিহ্ন করলে দেহ যেমন চেনা যায় না, তেমনই দেহটাই অকেজো হয়ে ওঠে । বঙ্গবন্ধুর শেষ প্রভাবশালী উত্তরসূরিকে সোনার বাংলা থেকে নিষ্প্রাণ করতে পারলেই আওয়ামী লীগ আপনাতেই অকেজো হয়ে যাবে, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ অন্তে ধর্মীয় মৌলবাদীদের বাংলাদেশের উদয় শুধু সময়ের অপেক্ষা । অন্যদিকে ইতিহাসেরও পুনরাবৃত্তি ঘটে, এটাও অমোঘ সত্য। সময়ের দাবিতে ইতিহাস বদলে যায় ঠিকই, কিন্তু তাতে ইতিহাস সৃষ্টি বন্ধ হয় না । মানুষের মধ্যেই সেই ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষমতা বর্তমান । স্মৃতি স্তম্ভ,চিত্র,স্থাপত্য, মূর্তি সব ভাঙা যায়, ভাবমূর্তি কখনওই নয়। মানুষের ইতিহাসে সেই ভাবমূর্তি থেকে যায় নিরবধি। শুধু তাই নয়, ফিরেও আসে সেই ভাবমূর্তির আদর্শে। শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শেখ হাসিনা তারই পরম্পরায় ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে । সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদী থেকে তাদের মদতপুষ্ট ড ইউনুস সরকার থেকে ছদ্মনিরপেক্ষ বর্তমান সরকার যতই শেখ হাসিনাকে ছেঁটে ফেলার আয়োজনে ক্ষমতা কায়েম করতে বা রাখতে নিষ্কণ্টক হতে চাক না কেন, জনমানসে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে শেখ হাসিনার গড়ে তোলা ভাবমূর্তিই সেক্ষেত্রে আলোর সাহারা হয়ে ক্ষমতালোভীদের নিরুপদ্রবে ঘুমোতে দেবে না, উদ্বিগ্ন করে রাখবে অবিরত।

লেখক: অধ্যাপক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কৌট-জানকৌট

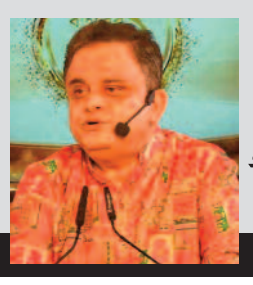

আশা করি আমি অপরিচিত হয়ে গিয়েছি! ঝাপসা! আশা করি কেউ ডিম-টিম ছুড়বেন না আমার দিকে!

ব্রাত্য বসু, এক অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার সময়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগে ধৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অবৈধ বালি খাদান, তোলাবাজি, বোমাবাজি, বাড়ি ভাঙচুর, মারধর লুটপাট ও ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা মিসবাবুদ্দিন মল্লিক ওরফে খোকন মল্লিককে এবার গ্রেপ্তার করল পুরশুড়া থানার পুলিশ। রবিবার তাকে গ্রেপ্তার করা হলেও সোমবার তাকে আরামবাগ আদালতে তোলে পুলিশ। জানাগেছে, রবিবার কলকাতার ভবানীপুর এলাকা থেকে পুরশুড়ার এই তৃণমূল নেতা খোকন মল্লিককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে পুরশুড়া থানার পুলিশ। সোমবার বেলায় পুরশুড়া থানা থেকে আরামবাগ আদালতে নিয়ে আসার পথে পুরশুড়ার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা পচা ডিম নিয়েও দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ সতর্ক থাকায় ডিম ছুঁড়তে পারেনি বিজেপি কর্মীরা। তবে তাকে থানা থেকে বের করার পরেই ব্যাপক ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বিজেপি কর্মী ও সমর্থকেরা। তারা চোর চোর স্লোগান তোলেন। তাকে পুলিশের পিছন পিছন তাড়া করে ডিম থেরোপির চেষ্টা করেন তারা। তবে পুলিশ সক্রিয় থাকায় তারা ডিম ছুঁড়তে পারেনি। যদিও তাকে চোর,ডাকাত, বালি চোর, সহ একাধিক কটুক্তি করে তীব্র আক্রমণ সানায়। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি তারা। পুলিশের গাড়ির পিছন পিছন দৌড়ায়।এর পরেওখোকন মল্লিককে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলার পথে সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রশ্ন করলেও তিনি কোন জবাব দেননি। উল্লেখ্য যে, খোকন মল্লিক বর্তমানে পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি পদে রয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি এক সময়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এলাকায় দাপটের সঙ্গে দলীয় কাজ কর্ম করতেন। জানা গিয়েছে, তার নিজস্ব ঠিকাদারি সংস্থাও রয়েছে। সেই সংস্থার তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙার অফিসে কয়েক বছর আগে ইডি রেড করে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এলাকায় এতটাই দাপট ছিল বিগত দিনে তৃণমূলের মাদারের ব্লক সভাপতি জয়দেব জানার দুটি পা মেরে ভেঙে দেয় এই খোকন। তৎকালীন ব্লক সভাপতি দলের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ করেও খোকনের কিছু করতে পারেনি। এমনকি খোকনের ফেসবুক প্রোফাইলেও কখনো রাইফেল হাতে কালো ঘোড়ার ওপর ছবি কখনো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর সঙ্গে ছবি আবার বালি খাদানে কালো গাড়ি নিয়ে ছবি দেওয়া আছে। এমনকি চাকরি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ছবি রয়েছে। পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'আইন আইনের পথেই চলবে। আমরা আগেও বলেছি যে, যিনি দোষ করবেন, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তিনি কোনভাবেই ছাড়া পাবেন না। পুলিশ এবার পুলিশের কাজ করেছে।'

ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে 'নিখোঁজ' পোস্টার বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ২১ জুলাইয়ের সভার আগেই ঋতব্রত পন্থী বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূলের বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র ওরফে বাদলের বিরুদ্ধে নিখোঁজের পোস্টার পড়লো বসিরহাট জুড়ে। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। সুরজিৎ এর দায় চাপিয়েছেন বিজেপির বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতা ডাঃ সৌর্য্য ব্যানার্জির দাবি, 'বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক চোর, দুর্নীতিগ্রস্ত। নিজের অপরাধ থেকে বাঁচতে উনি চটি চাটা থেকে বালিশ চাটায় গেছেন। তাছাড়া বিধায়ককে মানুষের সুখে দুঃখে পাওয়া যাচ্ছে না। সবসময় বাড়িতেই থাকেন। আর মাঝেমধ্যে বালিশ চাটার সঙ্গে দেখা করতে যান। এলাকার উন্নয়নে কোনও কাজ করছেন না। তাই যারা তাঁকে জিতিয়েছে তাঁরাই বিধায়কের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগিয়েছে। বিজেপির একটা সংস্কৃতি আছে তারা এমন কাজ করেন না।' তিনি আরও বলেন, বিধায়ক যা যা করছেন তাতে ওরা নিজেদের মধ্যেই মারপিট করবে। আগামী দিনে তৃণমূলীদের হাতেই বিধায়ক মার খাবে বলেও তিনি জানান। ২১ জুলাইয়ে আগে বক্তব্য পাল্টা বক্তব্যে এখন সরগরম বসিরহাট। পোস্টারে কি লেখা হয়েছে? বিধায়কের ছবি-সহ সেই পোস্টার গুলির একেকটিতে আলাদা আলাদা অভিযোগ লেখা হয়েছে। 'বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র (বাদল মিত্র) বিধায়কের অবিলম্বে পদত্যাগ চাই। ভোটের পর থেকে সুরজিৎ মিত্র-এর কোন দেখা নেই কোন এলাকায়। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন রকম সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু তারপরেও বিধায়কের দেখা নেই। অবিলম্বে এই বিধায়কের পদত্যাগ চাই।' বসিরহাটের গাছা, আঁখারপুর, ইটিন্ডা সহ একাধিক জায়গায় রাতের অন্ধকারে পড়ল এই পোস্টার। এই বিষয়ে তৃণমূলের বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র বলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে পুরোটাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। যিনি আমার বিরুদ্ধে বিজেপি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সে জিততে না পারলেও সে মনে করছে সে জিতে গেছে। তাই আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের দলের সাধারণ কর্মী সমর্থক মেম্বার প্রধানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস দিয়ে তাদেরকে এলাকার ছাড়া করছে।' এটা কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বা ঋতব্রত তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয় বলে দাবি বিধায়কের।

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
স্টেশন রোড গড়িয়া, ১৭৫, অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট
গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৪

শ্রী গৌতম বীর, প্রয়াত -জীবন মন্ডল, ঠিকানা : গড়গাছা, পো -গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পব, - ৭০০০৮৪।

বিষয় : লোন অ্যাকাউন্ট নং ২২৮৮০৬১০০১৪২৪০ (স্বর্ণ ঋণ)

আপনার অনুরোধক্রমে ইউকো ব্যাঙ্ক, স্টেশন রোড গড়িয়া শাখা, **৮৩,০০০ টাকা (তিরাশি হাজার টাকা)** আপনাকে স্বর্ণ ঋণ মঞ্জুর করে, আপনার ঋণ অনুমোদিত হয় ১৯.১২.২০২৪ তারিখে ১২ মাসের জন্য এবং আপনি আপনার স্বর্ণ অলংকার/রত্ন/মুদ্রা বিস্তারিত মতে ঋণ আবেদনে/নথিতে/চুক্তি আপনার দ্বারা দায়বদ্ধ হিসেবে সম্পাদিত। সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত **৭২,৫৩৯ টাকা (বাহাত্তর হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ টাকা)** সমুদয় সুদ সহ ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ বকেয়া (ওভার ডিউ পরিমাণ)।

আপনি উক্ত ওভারডিউ পরিমাণ এই দাবি নোটিশ পাওয়ার **সাত দিনের মধ্যে, আদায়দানে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং ব্যয় সহ, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত স্বর্ণ অলংকার/রত্ন/মুদ্রা ওভারডিউ পরিমাণ** পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং ব্যয় উশুলের জন্য নিলামের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয় অত্যন্ত জরুরি হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই দাবি নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই ইস্যু করা হয়েছে, বকেয়া আদায়ের জন্য আইনের সংস্থান অধীনে প্রয়োজনীয় আবেদন হিসেবে গণ্য।

তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

আবাসিক হস্টেলে ছাত্রীর রহস্যময় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার কাঁকসার মলানদিঘি ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকার মানুষ। কারণ ১৪ জুলাই মলানদিঘির আবাসিক হস্টেলে দ্বাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই ঘটনার পর এলাকার কাউকে এই বিষয়ে জানানো হয়নি। কেন ছাত্রীর মৃত্যু চাপা দেওয়া হল সেই অভিযোগ তুলে তারা সরব হয়। সোমবার বিকেলে মলানদিঘি ফাঁড়িতে চলে তুমুল বিক্ষোভ। এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব এবং এলাকার বাসিন্দারা দাবি করেন, এই ঘটনার পিছনে আবাসিক হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সন্দীপ চ্যাটার্জী যুক্ত আছেন। অবিলম্বে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই জন্যই তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। বিজেপির চার নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস অভিযোগ করেন, 'ওই ছাত্রীর মৃত্যুর পরেও সঠিক তদন্ত হয়নি। এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও কেন পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হল না, কেন গ্রেপ্তার করা হল না হোস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সন্দীপ চ্যাটার্জিকে, তার জবাব দিতে হবে। অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটাব আমরা।' যদিও ওই আবাসিক হস্টেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সন্দীপ চ্যাটার্জী দাবি করেন, 'তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি পুলিশ দেখছে।'

তৃণমূলের নেতাকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তৃণমূল আমলে আইসিডিএস কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল গভীর নলকূপ প্রকল্প। তৃণমূল নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে সেই নলকূপই বসানো হয় অন্যত্র। রাজ্যে পালাবদলের পর এবার তৃনমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি ও ঠিকাদার সংস্থার এক কর্মীকে আইসিডিএস কেন্দ্রে তালাবন্ধ করে রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয়রা। ঘটনা বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের বালিগুমা গ্রামের।

বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বালিগুমা গ্রামে থাকা আইসিডিএস কেন্দ্রে পানীয় জলের অভাব দীর্ঘদিনের। পানীয় জলের সেই অভাব মেটানোর জন্য আইসিডিএস কেন্দ্রে নলকূপ বসানোর দাবি বারেবারে জানিয়ে এসেছেন গ্রামের মানুষ। ২০২২ সালে ওই আইসিডিএস কেন্দ্রে একটি গভীর নলকূপ ও তৎসংলগ্ন পানীয় জলের ট্যাঙ্ক তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। কিন্তু অভিযোগ অজানা কারনে আইসিডিএস কেন্দ্রে সেই নলকূপ খনন না করে প্রকল্পটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতির অঙ্গুলীহেলনেই এমন ঘটনা ঘটেছে দাবি করে আজ তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি গোলাম মন্ডলকে আইসিডিএস কেন্দ্রে তালাবন্দি করে আটক করে রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। ওই কেন্দ্রে একইসাথে আটক করে রাখা হয় ওই প্রকল্পের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার এক কর্মীকেও। অভিযুক্ত তৃণমূল বুথ সভাপতির দাবি, ওই প্রকল্পে তাঁর কোনও হস্তক্ষেপ ছিল না। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ঠিকাদার সংস্থা স্থির করে থাকতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

SBI এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪ এক্স, ৩য় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ই-মেইল- sbi.17899@sbi.co.in

যানবাহন নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ: নাম: অদিতি সরকার, মোবাইল নং: ৯৮৭৪৪১৭ই৬৪, ই-মেইল আইডি: sbi.17899@sbi.co.in

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: ২৭.০৭.২০২৬
নিলামের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৪.০৭.২০২৬ সকাল ১১-০০ টা থেকে দুপুর ০২-০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টারকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিওরড ক্রেডিটরের কাছে হাইপোথিকেটেড/ বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তিবক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সিকিওরড ক্রেডিটর)-র অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, তা **২৭.০৭.২০২৬ তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ঋণগ্রহীতা এবং গাড়ির বিবরণ

ঋণগ্রহীতা: শ্রী অভিষেক চন্দ্র, অ্যাকাউন্ট নং: ৪২১৯২১৯২৫৪১, সংরক্ষিত মূল্য হলো ২,৬৮,০০০.০০ টাকা (জিএসটি অন্তর্ভুক্ত)। আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (EMD) হবে ২৬,৮০০.০০ টাকা এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ৫,০০০.০০ টাকা।
গাড়ির বিবরণ: প্রস্তুতকারক ও মডেল: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিঃ Maruti Swift Dezire, **রেজিস্ট্রেশন নং:** WB 10E 4039, **ইঞ্জিন নং:** K12NP4166801, **চ্যাসিস নং:** MBHCZFB3SNL347765, **তৈরির বছর:** ২০২৩

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন: https://www.bankeauction.com অথবা support@bankeauction.com

তারিখ: ২১.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ছয় মাস অতিক্রান্ত, নিখোঁজ কিশোরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: একদিন, দু'দিন নয়, দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে প্রায় ছয় মাস। তবুও এখনও বাড়ি ফেরেনি ১৩ বছরের চাঁদনি ভুঁইয়া। প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত আজও মেয়ের ফেরার আশায় কাটছে পরিবারের। অন্ডাল থানার উখড়া পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার এই নাবালিকার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উখড়া পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন নীলকণ্ঠতলা এলাকার বাসিন্দা চাঁদনি ভুঁইয়া তার মা হীনা ভুঁইয়া এবং সৎ বাবা কার্তিক ভুঁইয়ার সঙ্গে বসবাস করত। গত ১ ফেব্রুয়ারি মা-বাবা প্রতিদিনের মতো কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে চাঁদনি বাড়িতে একাই ছিল। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যরা দেখেন, বাড়িতে নেই সে। এরপর আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক খোঁজাখুঁজি চালানো হলেও তার কোনও সন্ধান মেলেনি। পরদিন, ২ ফেব্রুয়ারি উখড়া পুলিশ ফাঁড়িতে একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই তদন্তে নামে পুলিশ। বিভিন্ন সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালানো হলেও এখনও পর্যন্ত চাঁদনির কোনও হদিস মেলেনি।পুলিশের দাবি, সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং কিশোরীর সন্ধানে তল্লাশি এখনও অব্যাহত রয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান সমাজ কল্যাণ বিভাগ, জেলাশাসকের কার্যালয়ের পরিচালনায় ও বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে তিনদিন ধরে জেলার তিনটি ব্লকে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এবং বয়স্ক নাগরিকদের সুরক্ষা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে আগত ছাত্রছাত্রীদের হাতে অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধী স্লোগান সহ একটি করে শিশু বৃক্ষ তুলে দেওয়া হয়। রায়না ১, রায়না ২ এবং খণ্ডঘোষ ব্লকে আয়োজিত শিবিরগুলোতে মোট ১০৫ জন ছাত্রছাত্রী ও চার শতাধিক বরিষ্ঠ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানান শিবিরগুলোতে জেলা সাইবার বিভাগ, আইনজীবী, ব্যাঙ্ক কর্মী ও মেডিক্যাল অফিসারদের উপস্থিতিতে সাইবার সচেতনতা, আইনি পরামর্শ, ডিজিটাল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার পাঠ দেওয়া হয়।

ভাতারে দুর্নীতিতে ধৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের তৃণমূল নেতা তথা পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মীরা। ভাতার বিধানসভার কনভেনর জানিয়েছেন, পুলিশ তার কাজ করছে প্রশাসনের প্রতি ভরসা আছে তাদের। শফিকুল ইসলাম ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। তাঁকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করে বিজেপি। মূলত রাজ্যে সরকার বদল হতেই বিজেপির পক্ষ থেকে থানায় তার বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ করে বিজেপি নেতৃত্ব। এরপরে তাঁর সন্ধানে নামে পুলিশ। শেষমেশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভাতার থানার পুলিশ।

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
স্টেশন রোড গড়িয়া, ১৭৫, অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট
গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৪

শ্রী শুভদীপ দাস, পিতা - অমল দাস, এ৪৪, গড়িয়া গভ. কলোনি,কিশোরপার্ক গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পব, - ৭০০০৮৪।

বিষয় : লোন অ্যাকাউন্ট নং ২২৮৮০৬১০০১৩৯০৮ (স্বর্ণ ঋণ)

আপনার অনুরোধক্রমে ইউকো ব্যাঙ্ক, স্টেশন রোড গড়িয়া শাখা, **৩৪,০০০ টাকা (চৌত্রিশ হাজার টাকা)** আপনাকে স্বর্ণ ঋণ মঞ্জুর করে, আপনার ঋণ অনুমোদিত হয় ১৫.১০.২০২৪ তারিখে ১২ মাসের জন্য এবং আপনি আপনার স্বর্ণ অলংকার/রত্ন/মুদ্রা বিস্তারিত মতে ঋণ আবেদনে/নথিতে/চুক্তি আপনার দ্বারা দায়বদ্ধ হিসেবে সম্পাদিত । সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত **৩৮,২৫২ টাকা (আটত্রিশ হাজার দুশো বাহান্ন টাকা)** সমুদয় সুদ সহ ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ বকেয়া (ওভার ডিউ পরিমাণ)।

আপনি উক্ত ওভারডিউ পরিমাণ এই দাবি নোটিশ পাওয়ার **সাত দিনের মধ্যে, আদায় দানে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং ব্যয় সহ, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত স্বর্ণ অলংকার/রত্ন/মুদ্রা ওভারডিউ পরিমাণ** পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং ব্যয় উশুলের জন্য নিলামের প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয় অত্যন্ত জরুরি হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই দাবি নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই ইস্যু করা হয়েছে, বকেয়া আদায়ের জন্য আইনের সংস্থান অধীনে প্রয়োজনীর আবেদন হিসেবে গণ্য।

তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

ফর্ম জি
মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-
পশ্চিমবঙ্গে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রস্তুতকারী কোম্পানি হিসেবে পরিচালনকারী
এর আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড** **CIN-** U65923WB2005PTC104717 **PAN-**AAECM4957F
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৭৮, কালীতলা রোড, ৩য় তল, কালীকাপুর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৮
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://www.martina.in/about.html
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	**প্ল্যাট লোকশন :** দ্বারির রোড, মৌজা - ধামাইতলা চৌহাটি, রাজপুর, থানা - সোনারপুর জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০১৫১
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রদত্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	২০১৬ থেকে বন্ধ
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	-
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারী কর্তৃক ইমেল মারফত নির্দিষ্ট অনুরোধ পাঠিয়ে বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল : cirp.mbgpl@gmail.com এবং আইবিবিআই ওয়েবসাইট থেকে : https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত	যোগ্যতার উপযুক্তরা বিস্তারিত উল্লিখিত আছে আগ্রহ প্রকাশক আবেদন প্রক্রিয়া নথিতে, একটি কপি পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.mbgpl@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৭.০৮.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৪.০৮.২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২০.০৮.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৩১.০৮.২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট	০৪.০৯.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৫.১০.২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.mbgpl@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	উধ্যাম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার UDYAM-WB-10-0011173

স্বা/-
সিএ জীতেন্দ্র লোহিয়া, প্রস্তাব পেশাদার
মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি. নং : **IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339**
এএফএ নং : **AA1/10339/02/300627/109129** এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
তারিখ : ২১.০৭.২০২৬
২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
স্থান : কলকাতা
রেজি. ইমেল : **jitulohia@knjainco.com**

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা Bank of Baroda
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বজবজ শাখা
১১/৫এ, হালদারপাড়া রোড, কলকাতা, পিন - ৭০০১৩৭
ইমেল : **Budgeb@bankofbaroda.com**

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
ব্যাংক অফ বরোদা, বজবজ শাখার অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, 'সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' এর অধীনে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২' এর বিধি ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নোক্ত তারিখে একটি 'ডিমান্ড নোটিশ' জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) 'অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার' আহ্বান জানিয়ে, ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/অংশীদারগণ বিরুদ্ধে দেখানো তারিখ অনুসারে উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর সাথে পঠিত উক্ত বিধি ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/অংশীদারগণ এবং সাধারণ জনগণকে 'এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন করবেন না। উক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের জন্য **ব্যাংক অফ বরোদা, বজবজ শাখার** চার্জ প্রযোজ্য হবে।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স ভারত মাতা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : শ্রী সঞ্জয় ঘোষ এবং জামিনদাতা : শ্রী সঞ্জীব ঘোষ।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক **২.৫৭ কাঠা** তদস্থিত একতলা আরসিসি নির্মাণ বসবাসের ভবন মৌজা- চন্দননগর, জেএল নং ০৩, তৌজি নং ৩৫৬, আরএস নং ৫৭, আরএস দাগ নং ৪০, এলআর দাগ নং ৫১, এলআর খতিয়ান নং ২১০৭, ২১০৮, আরএস খতিয়ান নং ৪৫৩, প্রেমিসেস হোল্ডিং নং বি৩-৯০/এস নিশ্চিন্তপুর রোড, পো মোমোনপুর চন্দন নগর, থানা : মহেশতলা, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মহেশতলা পুরসভা ওয়ার্ড নং ২৫, কলকাতা ৭০০১৩৯, **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১ ফুট সাধারণ নিকাশি পরে অভিজিৎ অধিকারীর জমি। **দক্ষিণে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ	১) ১১.০৫.২০২৬ ২) ১৮.০৭.২০২৬ ৩) ৫৯,৯৯,১২১.০০ টাকা (উনষাট লাখ নিরানব্বই হাজার একশ একুশ টাকা) **১১.০৫.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক চার্জ ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত
	চলার পথ। **পূর্বে :** গোপাল চন্দ্র চন্দ এর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** ১ ফুট চওড়া নিকাশি পরে সুবল চন্দ্র ঘোষের জমি।		
২	**মেসার্স এস সি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : শ্রী সন্দীপ প্রামাণিক এবং জামিনদাতা : ক) শ্রী নব কুমার পাত্র, খ) শ্রী রাজু নস্কর এবং গ) শ্রীমতি রুমা প্রামাণিক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাপ আনুমানিক **৪ কাঠা** তদস্থিত দোতলা গুদাম পরিমাপ **৩৬৮ বর্গফুট** প্রতি তলায় মৌজা - জয়চণ্ডীপুর চারিয়াল, জেএল নং ১০, তৌজি নং ৩৫৩, আরএস নং ২০, আরএস দাগ নং ৬৯৮, এলআর দাগ নং ৯০০, এলআর খতিয়ান নং ১০৩২, ১৩৩২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৮০৩, প্রেমিসেস হোল্ডিং নং ১৩/১, কাপালিপাড়া ১ লেন, পো/থানা : বজ বজ, কলকাতা ৭০০১৩৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বজ বজ পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৮ অধীন।	১) ১১.০৫.২০২৬ ২) ১৮.০৭.২০২৬ ৩) ৯৫,৪৭,৩১৮.০০ টাকা (পঁচানব্বই লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশ আঠার টাকা) **১১.০৫.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক চার্জ ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত
	জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : সুবল প্রামাণিকের বাস্তু জমি। **দক্ষিণে :** ৪-৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া সড়ক। **পশ্চিমে :** তাপসী প্রামাণিকের বাস্তু জমি।		
৩	**শ্রী সন্দীপ প্রামাণিক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ভবন বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক **৭ কাঠা** তদস্থিত দোতলা আরসিসি নির্মাণ বসবাসের ভবন পরিমাপ **১৫৯৮ বর্গফুট** ঠিকানা মৌজা -জয়চণ্ডীপুর চারিয়াল, জেলে নং ১০, তৌজি নং ৩৫৩, আরএস নং ২০, আরএস দাগ নং ৬৯৮, এলআর দাগ নং ৯০০, এলআর খতিয়ান নং ১০৩২, ১৩৩২, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৮০৩, প্রেমিসেস হোল্ডিং নং ১৩/১, কাপালিপাড়া ১ লেন, পো/থানা : বজ বজ, কলকাতা ৭০০১৩৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বজ বজ পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৮ অধীন।	১) ১১.০৫.২০২৬ ২) ১৮.০৭.২০২৬ ৩) ৪৪,৭৯,৬৫৮.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ উনআশি হাজার ছশো আটান্ন টাকা) **১১.০৫.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক চার্জ ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত
	জমির চৌহদ্দি (চৌহদ্দি দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : পাঁচু ঘোষের জমি। **দক্ষিণে :** উদয় চন্দ্র দাস, কাজল অধিকারী, সনাতন অধিকারী এর জমি। **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক। **পশ্চিমে :** নিকাশ এবং পরে সন্তোষ মন্ডলের জমি। **জমির চৌহদ্দি (মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী চৌহদ্দি): উত্তরে :** ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** নিজস্ব সম্পত্তি। **পূর্বে :** ৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক। **পশ্চিমে :** তাপস প্রামাণিক এর জমি।		
৪	**মেসার্স মৌমিতা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : শ্রীমতি মৌমিতা নস্কর এবং জামিনদাতা - রাজু নস্কর এবং শ্রী সন্দীপ প্রামাণিক**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি পরিমাপ আনুমানিক **২ কাঠা** চিহ্নিত ৪ দিক চৌহদ্দি পাঁচিল মৌজা- বাঞ্জানহেরিয়া, জেএল নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৩৩১, বর্তমান খতিয়ান নং ৭৯১২, আরএস দাগ নং ৭৫০, এলআর দাগ নং ৮৪৯, হোল্ডিং নং ১০১/কে/২-আর.এল ঘোষ রোড, পো / থানা : বজ বজ, কলকাতা - ৭০০১৩৭, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বজবজ পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট দাগ নং ৮৪৯, **দক্ষিণে :** বাপি সাহার জমি। **পূর্বে :** প্লট দাগ নং ৮৪৯। **পশ্চিমে :** ৩ ফুট সাধারণ চলার পথ পরে নিকাশি।	১) ১১.০৫.২০২৬ ২) ১৮.০৭.২০২৬ ৩) ৬৯,৫৮,৭৩৩.০০ টাকা (উনসত্তর লাখ আটান্ন হাজার সাতশ তেত্রিশ টাকা) **১১.০৫.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক চার্জ ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত
৫	**শ্রী সুমন বসু**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে ফ্ল্যাট নং ৩জি, উত্তর পূর্ব দক্ষিণ দিকে -জি-৩ তলা ভবনে নাম উমা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং বি-২/২৫/এ নিউ শ্যামপুর সেতনা রোড, মৌজা- শ্যামপুর, জেএল নং ৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৪, ৪৩০, আরএস দাগ নং ৮০৫, ৮০৬, এলআর খতিয়ান নং ১৪৭৮, এলআর দাগ নং ১০০৯, ১০১০, থানা : মহেশতলা ওয়ার্ড নং ৩৫, কলকাতা- ৭০০১৩৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মহেশতলা পুরসভা অধীন।	১) ১১.০৫.২০২৬ ২) ১৮.০৭.২০২৬ ৩) ১১,১০,৭৮৬.০০ টাকা (এগার লাখ দশ হাজার সাতশ ছিয়াশি টাকা) **১১.০৫.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক চার্জ ইত্যাদি সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত
	জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড কেয়ার। **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া শ্যামপুর সেতনা রোড। **পশ্চিমে :** জমি এবং ভবন বীরেণ কর এর।		

তারিখ : ১৮.০৭.২০২৬
স্থান : বজবজ
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি.
CIN No; U67100TZ2014PTC020363 রেজিস্টার্ড অফিস : নং ৯ এম পি নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর ৬৪১৬০৭, তামিলনাড়ু
কর্পোরেট অফিস : কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৮তম তল, এন সি কেলকার মার্গ, আর জি গড়করি চক, দাদার (পশ্চিম) মুম্বই ৪০০০২৮

দখল নোটিশ
পরিশিষ্ট -৪
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি- ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (আরবিআই) এর নিকট যথাযথভাবে নথিভুক্ত - অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি হিসেবে -২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ৩ অধীনে, CIN No U67100TZ2014PTC020363 এবং রেজিস্টার্ড অফিস ৯ এম পি নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর ৬৪১৬০৭, তামিলনাড়ু কর্পোরেট অফিস : কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৮ তম তল, এন সি কেলকার রোড, আর জি গড়করি চক, দাদার (পশ্চিম) মুম্বই ৪০০০২৮ এবং শাখা অফিস নং ২০৬-২০৭, অরুনাচল বিল্ডিং, বারাখাম্বা রোড এর নিকট, দিল্লি -১১০০০১ এর নিকট কার্যরত ট্রাস্টি -**"ওঙ্কারা থানা ২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট" (পরবর্তীতে ওএআরপিএল হিসেবে উল্লিখিত)।**
ওএআরপিএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে **মেসার্স এস এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), শ্যামল দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং বিষ্ণু প্রিয়া দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** (পরবর্তীতে এফআইসিসিএল হিসেবে উল্লিখিত) এর জামিন স্বার্থ সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি নিয়োগ তারিখ ২৬.০২.২০২১ অনুযায়ী সমুদয় বকেয়া ঋণ সহ ওঙ্কারা পিএস ২২/২০২০-২১ ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি হিসেবে অধিগ্রহণ করেছে। ফলে উক্ত ঋণ/আর্থিক সম্পদ এর উক্ত চুক্তি অনুযায়ী ওএআরপিএল -এফআইসিসিএল এর কাজে যুক্ত হয়েছে এবং সমুদয় বকেয়া আদাযের ক্ষেত্রে জামিন ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদত্ত। আরও ওএআরপিএল উল্লেখ্য নিযুক্তি চুক্তি তারিখ ১৯.০৩.২০২৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হিসাব ওঙ্কারা পিএস২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট কে পাঠিয়েছে জামিন স্বার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য।
এবং যেহেতু, ওএআরপিএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে -২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ অধীনে দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে রেফা : ওঙ্কারা/দিল্লি/২৮/২০২৫-২৬ তারিখ ০২.০১.২০২৬ অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণ/ বন্ধকদাতা কে নোটিশে উল্লিখিত মোট **৫২,৬২,০৩১.২৫ টাকা (বাহান্ন লাখ বাষট্টি হাজার একত্রিশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) ১৮.১২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রকৃত আদায়দান পর্যন্ত পরিশোধ করার জন্য।
যদিও ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা /বন্ধকদাতা ব্যর্থ হয়েছেন সংশ্লিষ্ট পরিমাণ বকেয়া আদায় দিতে ০২.০১.২০২৬ এর নোটিশ অনুযায়ী যা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে ইস্যু করা হয়েছিল। ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি এর অনুমোদিত অফিসার যথাযথভাবে নিযুক্ত -২০০২ সালের সারফেসি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (১২) অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পদ/স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ দখল নিয়েছেন ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮.০৭.২০২৬** তারিখে।
ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতা কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে যে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পদ কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেনে ওএআরপিএল এর নিকট বকেয়া **৫২,৬২,০৩১.২৫ টাকা (বাহান্ন লাখ বাষট্টি হাজার একত্রিশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) ১৮.১২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ প্রকৃত আদায়দান পর্যন্ত সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ওএআরপিএল এর নিকট বন্ধকদত্ত/চার্জ/নিযুক্ত/দায়বদ্ধ সম্পদ/সম্পত্তির বিস্তারিত উক্ত অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত যার স্বত্ব দখলকৃত নিম্নরূপ :

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
এমওই তারিখ ২৮ জুন ২০১৮ অনুযায়ী -
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি হোল্ডিং নং ৩৫৬৫, মৌজা : কামরাবাদ, থানা : সোনারপুর, জেএল নং ৪১, খতিয়ান নং ৬৩৩, আরএস খতিয়ান নং ২৫৯৫, আরএস দাগ নং ১৬৩৭, ওয়ার্ড নং ৫, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা , পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৫০।
বিক্রয় দলিল তারিখ ২২.০৯.২০১৪ অনুযায়ী সম্পত্তির বিবরণ --
জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস সোনারপুর, পরগনা মেদান মাল্লা এবং রাজপুর সোনারপুর পুরসভা মালিকানাধীন জেএল নং ৪১, আরএস নং ২, ২২৬, ২২৭ এবং তৌজি নং ১০৯, অবস্থিত গ্রাম মৌজা - কামরাবাদ, নথিভুক্ত মালিক দক্ষিণ ২৪ পরগনা কালেক্টর-পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে : প্লট আরএস ২৫৯৫, খতিয়ান নং ৬৩৩, আরএস ১৬৩৭, - ১-০৪ শালি জমি, - ১৭.৫ শতক জমি থেকে, ৪ কাঠা ১২ ছটাক জমি, ২ কাঠা শালি জমি এবং ২২১ বর্গফুট স্বত্ব শেড সিমেন্ট মেঝে বাড়ি সহ সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ জমি বিক্রি প্রবেশ পথ, বিদ্যুৎ সংযোগ, জলের পাইপ, নিকাশি ইত্যাদি সহ ভূ পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ সকল অধিকার।
বিক্রি হওয়া সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস ১৬৩৩ দাগ জমি। দক্ষিণে : আরএস ১৬৩৭ একর জমি এবং ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ। পূর্বে : আরএস ১৬৩৩ একর জমি এবং ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : আরএস জমির অংশ ১৬৩৭ দাগ ।

(অনুমোদিত অফিসার)
তারিখ : ১৮.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা
ওঙ্কারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রা লি এর পক্ষে
(ওঙ্কারা পিএস২১/২০২৪-২৫ ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি হিসেবে কার্যরত)

ভেরিতাস অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৮/২এ, গড়িয়াহাট সাউথ রোড, ঢাকুরিয়া, রাস বিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
CIN : L74999WB2018PLC227215
ফোন : +৯১ - ৩৩ ৪০৪৪ ৬৬৮৩; ইমেল : info@veritaasadvertising.com
ওয়েবসাইট : www.veritaasadvertising.com

সদস্যদের প্রতি ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১২ আগস্ট, ২০২৬ বুধবার দুপুর ১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে ১৮ জুলাই ২০২৬ তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পাদন করা যায়।
বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৬ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ইলেকট্রনিকভাবে প্রেরণের কাজ ২০ জুলাই ২০২৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com) পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে কোম্পানি সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তের উপর তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল -কে নিযুক্ত করেছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, নিরীক্ষক এবং পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন (একত্রে বার্ষিক প্রতিবেদন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সহ ৮ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কেবলমাত্র সেই সকল সদস্যদের ইমেল ঠিকানায় পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) যা প্রযোজ্য। তবে, যেসব সদস্য কোম্পানি/ডিপিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারাও কোম্পানির ওয়েবসাইট www.veritaasadvertising.com থেকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ডাউনলোড করতে পারবেন এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) থেকেও পাওয়া যেতে পারে।
যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপিতে নিবন্ধিত নয়, তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য এবং ই-মেইলের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে আমাদের cs@veritaasadvertising.com ঠিকানায় লিখতে হবে। ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের বিস্তারিত পদ্ধতি এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন দূরবর্তীভাবে বা ই-ভোটিং পদ্ধতির জন্য, সদস্যদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সদস্যদের ভিসি/ওএভিএমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলীর জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য নিচে দেওয়া হল :

ক) রিমোট ই-ভোটিং রবিবার, ৯ আগস্ট ২০২৬ সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার ১১ আগস্ট ২০২৬ বিকাল ৫টায় শেষ হবে। এরপর থেকে ভোটদানের জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ থাকবে এবং মঙ্গলবার ১১ আগস্ট ২০২৬ (বিকাল ৫টা) এর পরে কাউকে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। বুধবার ৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখ কাট অফ ডেট হিসেবে কোম্পানির আদায়দত্ত শেয়ার মূলধনের অনুপাতে শেয়ার দখল অনুযায়ী সদস্যদের ভোটাধিকার গ্রাহ্য হবে।
খ) শুক্রবার ১০ জুলাই ২০২৬ তারিখে সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে যাদের নাম প্রকাশিত হয়েছে, তাদের সকল সদস্যের কাছে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যে কেউ যদি ১০ জুলাই ২০২৬ তারিখের পরে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তাহলে তিনি investor@masserv.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন অথবা +৯১ ১১ ৪১৩২ ০৩৩৫ নম্বরে ফোন করে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
গ) সদস্য একবার ভোট দেওয়ার পর, পরবর্তীতে তাকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ঘ) ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় উপলব্ধ থাকবে এবং এজিএমে অংশগ্রহণকারী যোগ্য সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় তাদের ভোট দিতে পারবেন।
ঙ) রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরাও বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন তবে পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।

সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ("সেবি তালিকাভুক্তকরণ প্রবিধান") এর ৩৬(১)(বি) রেগুলেশন অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ সহ সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক উল্লেখ করে চিঠিটি সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানির/ডিপি/আরটিএ-তে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।
এজিএম নোটিশ সহ ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.veritaasadvertising.com-এ পাওয়া যাবে এবং এটি এনএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com-এ) এবং এনএসডিএল -এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ এ কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
এছাড়াও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট ২০২৬ থেকে বুধবার ১২ আগস্ট ২০২৬ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
ভেরিতাস অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দেবজ্যোতি ব্যানার্জি
(চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিন : ০৮১২৬৫৫৭
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.০৭.২০২৬

একুশে জুলাইয়ের আগে আসানসোলে কোন্দল কালীঘাট বনাম নব্য তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: একুশে জুলাই শহীদ দিবসের প্রস্তুতিকে ঘিরে আসানসোলে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল ও নতুন তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবার চরমে পৌঁছে গেল। নতুন তৃণমূল যখন প্রস্তুতি বৈঠকে ব্যস্ত, তখন একদা দলীয় সহকর্মীদের পুর দুর্নীতি ও সীমাহীন লুটপাটের পর্দা ফাঁস করতে এবার বিজেপি সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের দরবারে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা ভি শিবদাসন।

সূত্রের খবর আসানসোলের একটি হোটেলে একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি উপলক্ষে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দল বিভক্ত হওয়ার আগের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সদ্য প্রাক্তন মেয়র বিধান উপাধ্যায়, সদ্য প্রাক্তন দুই ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক ও ওয়াসিমুল হক, অশোক রুদ্র, প্রাক্তন বোরো চেয়ারম্যান চিকিৎসক দেবাশিস সরকার সহ একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলর। বৈঠক শেষে নরেন্দ্রনাথ জানান, একুশে জুলাই ঋতব্রত যে শহীদ দিবস পালন করবেন, সেখানে আসানসোল থেকে প্রায় ৫০টি বাস সহ ছোট চারচাকা গাড়িতে উল্লেখযোগ্য হবে কর্মীরা যাবেন। নতুন তৃণমূলের একুশে জুলাই সম্পর্কিত এই বৈঠক প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিলেন কালীঘাটপন্থী নেতা ভি শিবদাসন (দাশু)। তিনি বলেন, 'এরা সবাই চোর! তৃণমূলের প্রতীকে জিতে গত পাঁচ বছরে আসানসোল কর্পোরেশন ও পঞ্চায়েতে এরা কেবল লুটপাট চালিয়েছে। সাইকেল স্ট্যান্ড, পার্কিং থেকে শুরু করে ,সর্বত্র তোলাবাজি হয়েছে। নিজেদের বিধানসভায় যাওয়ার মুখ নেই এদের, তারা নাকি বাসে করে কর্মী নিয়ে যাবে!' ঋতব্রতকে সরাসরি নিশানা করে দাশু বলেন, 'আসানসোল-দুর্গাপুরে সে-ও কম লুট করেনি। দিদিকে বহুবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি। তদন্ত হলে ঋতব্রতও বাঁচবে না, এদের সবার জেল যাত্রা হবে।' ভি শিবদাসন দাশু বলেন, আসানসোল পুরনিগমের বিগত পাঁচ বছরের সব বেআইনি প্ল্যান পাস, রাস্তা ও প্রজেক্টের বিপুল দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে তিনি খুব শীঘ্রই আসানসোলের বিধায়ক তথা পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের দ্বারস্থ হবেন।এই বিষয়ে তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বলে আর কিছু নেই, মানুষ ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এদের দিন শেষ।' আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারির বলেন, 'আগামী ২৫ বছর বিজেপিই এক নম্বরে থাকবে। দু'নম্বর পজিশনের জন্য এরা মারামারি করছে। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলী নেতাদের দ্বারা জনগণ লুঠ হওয়া টাকা কড়াই-গন্ডায় ফেরত দিতে হবে।'

'বিশ্ব বাংলা'র লোগো সরিয়ে অশোক স্তম্ভের প্রত্যাবর্তন?

দুর্গাপুরে প্রশাসনিক পদক্ষেপ ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অবশেষে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের নগর নিগম মোড় থেকে সরিয়ে ফেলা হলো 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো। সোমবার দুপুরে প্রশাসনের উপস্থিতিতে ক্রেনের সাহায্যে লোগোটি খুলে নেওয়া হয়। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো বহাল থাকা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়। শাসক দলের একাংশের দাবি ছিল, সরকার পরিবর্তনের পরও পূর্বতন তৃণমূল সরকারের প্রতীকী চিহ্ন সরানো হয়নি। সোমবার সেই বিতর্কেরই কার্যত অবসান ঘটল। এদিন লোগো অপসারণের পর বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখ পাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, 'বিশ্ব বাংলার নাম করে প্রাক্তন তৃণমূল সরকার অশোক স্তম্ভকে সরিয়ে দিয়েছিল। বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বাংলা এগোচ্ছে। এখন অশোক স্তম্ভ তার যথাযথ মর্যাদা ফিরে পাচ্ছে। সেই কারণেই 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।' প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হওয়া এই পদক্ষেপকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধী ও শাসক শিবিরের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও, নগর নিগম মোড় থেকে 'বিশ্ব বাংলা'র লোগো অপসারণের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিতর্কের ইতি ঘটল।

ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন বালুরঘাট, জল নামাতে তৎপর পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাজ্য জুড়ে বর্ষার দাপট অব্যাহত। গত কয়েকদিন ধরে দফায় দফায় বৃষ্টিপাতের পর, গতকাল সারা রাত জুড়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহর ও সংলগ্ন এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়। এই প্রাকৃতিক বর্ষণের জেরে শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা সাময়িকভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট এবং বেশ কিছু নিচু ওয়ার্ডে জল জমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক যাতায়াতে কিছুটা দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকাল থেকেই অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে প্রশাসন। শহর সূত্রের খবর, অতি বৃষ্টির জেরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে বালুরঘাট পৌরসভার ২ নম্বর ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু এলাকায়। নিচু এলাকায় অবস্থিত বেশ কিছু বাসিন্দার বাড়িতে বৃষ্টির জল ঢুকে পড়ায় সাময়িক বিপত্তি দেখা দেয়। তবে নাগরিকদের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে পৌরসভা। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জলমগ্ন বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে পৌরসভার উদ্যোগে তাঁদের নিকটবর্তী একটি কমিউনিটি হলে অস্থায়ীভাবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁদের থাকা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য দিকে, বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনের চত্বরেও জল জমে যাওয়ায় রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের যাতায়াতে কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়। হাসপাতাল একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল জায়গা হওয়ায়, খবর পাওয়া মাত্রই পৌর প্রশাসন সেখানে বিশেষ নজরদারি শুরু করে। শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং জনবহুল এলাকাগুলি থেকেও যাতে দ্রুত জল নেমে যায়, তার জন্য সকাল থেকেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছেন পৌরসভার সাফাই কর্মী ও আধিকারিকরা।

পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করতে সকাল থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে বালুরঘাট পৌরসভা। আধুনিক হাই-পাওয়ার পাম্প মেশিন-সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক জল নিষ্কাশনকারী যন্ত্র ব্যবহার করে জমে থাকা জল ড্রেন দিয়ে বের করে দেওয়ার কাজ চলছে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে থেকে শুরু করে ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অলিগলি, সর্বত্র একযোগে পাম্প চালিয়ে জল নামানোর কাজ করা হচ্ছে। পৌরসভার এই দ্রুত ও সক্রিয় ভূমিকার কারণে দুপুরের পর থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে জল নামতে শুরু করেছে এবং জনজীবন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে। পৌরসভার এই তৎপরতা প্রসঙ্গে বালুরঘাট পৌরসভার পৌরপ্রধান সুরজিৎ সাহা সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'প্রাকৃতিক কারণে সারা রাতে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে। ফলে কিছু নিচু এলাকায় জল জমেছিল। তবে আমরা খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছি। বিশেষ করে জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ওয়ার্ডগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাম্প বসিয়ে জল নামানো হচ্ছে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পৌরসভার কর্মীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে মাঠে থেকে কাজ করে চলেছেন। নাগরিকদের অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, পৌরসভা সব সময় তাঁদের পাশে রয়েছে।'

অভিষেকের মন্তব্য ঘিরে দুর্গাপুরে বিজেপির বিক্ষোভ

ছবিতে জুতোর মালা ও ডিম নিক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সোমবার দুর্গাপুরে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের সামনে স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি সমর্থকদের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভ চলাকালীন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে জুতোর মালা পরিয়ে ডিম নিক্ষেপ করেন বিক্ষোভকারীরা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ৩১ এর নির্বাচন প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তির পরিবেশ তৈরির ইঙ্গিত বহন করছে। তাঁদের দাবি, এ ধরনের বক্তব্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিপন্থী। বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ওবিসি মোর্চার পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি স্বাধীন রায়। তিনি অভিযোগ করেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উস্কানিমূলক এবং তা জনমনে অশান্তি ছড়াতে পারে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি। একই সুরে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুইও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং উস্কানিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের পক্ষ থেকে অরণ্য সপ্তাহের শেষ দিনে মায়ের নামে একটি গাছ সংগীতশিল্পীর হাতে তুলে দিচ্ছেন ডিভিশনল ফরেস্ট অফিসার রাহুল কুমার। সঙ্গে রয়েছেন সমাজসেবী শ্যামসুন্দর গড়াই, স্বপন দাস সুনয়ন ভান্ডারী ও প্রেরণার সম্পাদক মৃণালজিৎ গোস্বামী। বীরভূম সাহিত্য পরিষদ হলে আয়োজিত বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে ১৫০ জন শিল্পীর হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়।

বীরভূম বন বিভাগ আয়োজিত অরণ্য সপ্তাহের জেলা পর্যায়ের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সিউড়ি ডিআরডিসি হলে জেলাশাসক ধবল জৈন ও ডিভিশনল ফরেস্ট অফিসার রাহুল কুমারের হাতে জঙ্গল বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে উৎসব স্মারক তুলে দিলেন সিংহরূপী মুখোশ নৃত্য শিল্পী।

হাইকোর্টের নির্দেশে বাহিনী নিয়ে কালিয়াচকে উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দীর্ঘদিন ধরেই পরিকল্পনা থাকলেও কালিয়াচকের চৌরঙ্গী এলাকায় উচ্ছেদ অভিযানে বাঁধার মুখে পড়তে হচ্ছিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে (এনএইচএআই) । এমনকি বিষয়টি গড়িয়েছিল হাইকোর্ট পর্যন্ত। অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশেই সোমবার সকাল থেকেই শুরু হল কালিয়াচক থানার চৌরঙ্গী মোড় এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই ধারে বেআইনি উচ্ছেদ অভিযান। রীতিমতো পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে জবরদখল মুক্ত করতেই চালানো হলো বুলডোজার। কয়েক দশক পর প্রশাসনের এরকম উচ্ছেদ অভিযান দাঁড়িয়ে দেখলো কালিয়াচকের মানুষ। সাধারণ পথচারীরা অনেকেই খুশি প্রকাশ করলেন। আবার উচ্ছেদ হওয়া অসংখ্য দোকানিরা প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ মাস আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার জাতীয় সড়ক সংলগ্ন দখ লমুক্ত করা হলেও কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় ফুটপাত ও রাস্তার অংশ দখল হয়ে যায়। সেই পরিস্থিতি রুখতে এবং আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতেই এদিন প্রশাসন ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এই অভিযান চালায়।

অভিযানকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাতে ব্যবসা করে বহু পরিবার জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদ অভিযান চালানোয় তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়ার দাবি প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। সুজাপুরের তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, ওই এলাকার উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের বিকল্প রুজি রোজগারের ব্যবস্থার বিয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাব। বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'প্রশাসন আইনগতভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে। এক্ষেত্রে কারোর কিছু করার নেই।' প্রশাসনের দাবি, জাতীয় সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতেই এই উচ্ছেদ অভিযান করা হয়েছে।

অন্নপূর্ণার টাকা না পেলে ঝাঁটা হাতে বিডিও অফিস ঘেরাও করার পরামর্শ বাম নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ১১দফা দাবিকে সামনে রেখে বাম সংগঠনের পক্ষ থেকে সোমবার বিকালে কাঁকসার বিডিও কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এদিন ডেপুটেশনের আগে কাঁকসার ডাকবাংলো মোড়ে অবস্থিত সিপিআইএম-এর জোনাল কার্যালয় থেকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকশো বাম কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এদিন কাঁকসার বিডিও অফিসের সামনে এসে মিছিল শেষ হয়। মিছিল শেষে বিডিও অফিসের সামনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সবার শেষে কাঁকসার বিডিওর কাছে ১১ দফা দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেন বাম কর্মীরা। বাম নেতা শেখ শামসুজ্জোহা জানান, রাজ্য সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর যে সমস্ত মহিলার জন্য অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় তাদের ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। সেইমতো এখনো বহু মহিলা আবেদন জমা দেওয়ার পরেও তাঁরা কোনও টাকা পাননি। তাই অবিলম্বে যাতে সমস্ত মহিলা তাদের টাকা পান সেই বিষয়ে দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়াও কাঁকসা ব্লকের প্রতিটি এলাকায় ১২৫ দিনের কাজ যাতে চালু করা হয়, সেই দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি যে সমস্ত গরিব মানুষ এখনো পর্যন্ত সরকারি আবাস যোজনার আওতায় বাড়ি করার টাকা পাননি তারাও যাতে দ্রুত আবাসের টাকা পান ডেপুটেশনে সেই দাবিও তোলা হয়েছে। এছাড়াও নিকাশী নালা এবং পানীয় জলের সমস্যা সহ ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে তাদের এদিনের কর্মসূচি পালন করা হয়। কাঁকসার বিডিওর কাছে এদিন ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর কাঁকসার বিডিও তাদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। অন্যদিকে এদিন বাম নেতা বিরেস্বর মণ্ডল সভা মঞ্চ থেকে মহিলাদের আবেদন করেন, 'যারা এখ নো পর্যন্ত অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে আবেদন করেও টাকা পাননি তারা আগামী দিনে মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে বিডিও অফিস ঘেরাও করুন।'

শুনিয়া গ্রামে রেল ক্রসিং বন্ধে ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মানুষ ও চাষিরা রেল ক্রসিং ব্যবহার করলেও নিরাপত্তার স্বার্থে সেটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় রেল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়দের দাবি, রেল ক্রসিংয়ের ওপারেই রয়েছে একটি কবরস্থান। এছাড়াও প্রায় ৬০ একর কৃষিজমিতে চাষাবাদ হয়, যেখানে পৌঁছাতে এই পথই ছিল সবচেয়ে সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম। শুধু শুনিয়া গ্রাম নয়, আশপাশের ৬ থেকে ৭টি গ্রামের কৃষক ও সাধারণ মানুষ এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। রেল ক্রসিং বন্ধ হওয়ার পর প্রথমদিকে চাষিদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিলেও, ঘটনাস্থলে রেল পুলিশ, স্থানীয় পুলিশ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, খুব শীঘ্রই একটি বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে কৃষিকাজ, কবরস্থানে যাতায়াত এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে কোনও অসুবিধা না হয়। চাষিরাও জানিয়েছেন, রেলের নিরাপত্তার বিষয়টি তাঁরা গুরুত্ব সহকারে দেখছেন এবং দুর্ঘটনা এড়াতে রেলের এই পদক্ষেপকে সমর্থন করছেন। তবে তাঁদের একটাই দাবি, যত দ্রুত সম্ভব বিকল্প রাস্তা তৈরি করে দিতে হবে। কারণ সেই রাস্তা চালু হলে কৃষিকাজ, ফসল পরিবহণ এবং এলাকার কয়েকটি গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত অনেক সহজ হবে। এখন এলাকাবাসীর নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত বিকল্প রাস্তা তৈরি হলে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলেই আশা করছেন স্থানীয়রা।

বিস্ফোরক অভিযোগ একদা মমতা ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: ২১ জুলাইকে ঘিরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন একদা মমতা ঘনিষ্ঠ বাদুড়িয়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম। বর্তমানে তিনি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এদিন একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে বলেন, 'পাপ করলে তার প্রাশ্চিত্ত করতে হয়। কংগ্রেসের একুশে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাইজ্যাক করে নিয়েছিল। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সবকিছু হাইজ্যাক হয়ে গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কষ্ট করে দল করেছিলেন। একদিকে দল আর একদিকে ভাইপো। সব জেনেও তিনি ভাইপোকে সমর্থন দিয়ে গেছেন। সেই ভাইপোর অত্যাচার, দুর্নীতি, তোলাবাজির কারনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ অসহায়। দলের সমস্ত নেতা, নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে চলে গেছে। এটা ভাগ্যের পরিহাস। তৃণমূলের এই পরিণতি জন্য ভাইপোর দুর্নীতি, তোলাবাজি, ভাইপোকে মাথায় তোলার কারণে। অভিষেকের কাছে দল কোনও ফ্যাক্টর ছিল না, টাকাই ছিল সবকিছু। হাজার হাজার কোটি টাকা নেতাদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে, সবই অভিষেকের আশীর্বাদে হয়েছিল। তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।' কাজী আব্দুর রহিম আরও অভিযোগ করেন, '২০২৩ সালে অভিষেকের আসল রূপটা দেখেছিলাম, পঞ্চায়েত ভোটে জেলা সফরে বেরিয়েছিল অভিষেক। তখন টাকার বিনিময়ে সবকিছু হয়েছে, যারা টাকা দিয়েছিল তারাই টিকিট পেয়েছিল। আমি টাকা দিতে পারেনি তাই টিকিট পায়নি। সেদিন বুঝেছিলাম অভিষেকের কার্যকলাপের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভুগতে হবে একদিন। মাথার রক্ত ঘাম পায়ে ফেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল করেছে, আর অভিষেকের কারণে চরম পরিণতি ভুগতে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অভিষেকের চাহিদা অর্থ, অর্থ আর অর্থ। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে।' গোটা ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন বিধায়কের মতনই তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে রাজ্যে শাসক দলের নেতা বিশ্বজিৎ পাল। তিনি বলেন, 'এখ ন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল বলে আর কিছুই নেই। তৃণমূল এখন একটা অদৃশ্য আত্মা। সেই আত্মাই এখন চারিদিকে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। সেটাও আর কিছুদিন পর থাকবে না। তৃণমূল মানেই তোলাবাজ। বালি, কয়লা, ইট, সবজায়গাতেই তোলাবাজি করেছে। জনগন বুঝেছিল এই সরকার থাকলে তাদের রক্ত চুষে বিক্রি করে দেবে। তাই তারা আর তৃণমূলকে রাখেনি। ওদের নিয়ে এখন কথাবলা মানেই বাতুলতা।'

একুশে জুলাই-এর সমর্থনে উত্তরপাড়া কোতরং টাউন কংগ্রেসের উদ্যোগে উত্তরপাড়া স্টেশন রোড ডাক্তার কোয়ার্টারের সামনে পথসভা।

ডিজিটাল শিক্ষা কর্মশালা অনুষ্ঠিত খণ্ডঘোষে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ভারত কিশোরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান-(২০২৬) ডিজিটাল শিক্ষা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো খণ্ডঘোষ বিধানসভার খণ্ডঘোষ এলাকায়। এদিনের এই কর্মসূচিতে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার কার্যকর্তা ও কর্মী সমর্থকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি তাপস বোস, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি সুমন্ত মণ্ডল, খণ্ডঘোষ বিধানসভার চার নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সমীর মণ্ডল, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির সহ-সভাপতি হরে কৃষ্ণ মণ্ডল, খণ্ডঘোষ বিধানসভার কনভেনার কৃষ্ণকান্ত হালদার, খণ্ডঘোষ বিধানসভার পাঁচটি মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতিরাও এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। মূলত এই দিনের এই কর্মসূচি থেকে এলইডি স্কিনের মাধ্যমে উপস্থিত কার্যকর্তা ও কর্মী সমর্থকদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কিভাবে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে সেই সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া বিরোধীদের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বার্তাও দেওয়া হয়। এছাড়াও পার্টির আদর্শ ও চিন্তা ধারা সাধারণ মানুষের কাছে যাতে কর্মীরা যাতে সহজে পৌঁছে দিতে পারে সেই বিষয়ের উপরেও কর্মীদের এদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অরণ্য সপ্তাহের সমাপ্তি দিবস পালন

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: অরণ্য সপ্তাহ পালনের শেষ দিনে অভিনব উপায়ে গাছ লাগানো ও সুরক্ষার বার্তা দিল প্রমীলা বাহিনী। জল সমৃদ্ধ সবুজ এলাকা গড়ার ডাক দিয়ে পথে নামল এক ঝাঁক মহিলা শিল্পী। বেড়ে চলা গরম আটকাতে গাছ লাগানো ও সেগুলিকে রক্ষা করা এবং বৃষ্টির জল ধরে রাখার গুরুত্ব গোপালক, মাছ চাষী, কৃষি ও শ্রমজীবী পরিবারকে সচেতন করার প্রচারে নেমেছে তারা। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের সভাপতি সংগীতা বিশ্বাস ও সম্পাদক ঝরনা গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে সবুজ ও জলাশয় হারিয়ে যাওয়ায় গরম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে গ্রামীণ মানুষের বিশেষ করে গোপালক, মাছচাষি, কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের জীবিকায় বড় আঘাত এসেছে। গ্রামবাসীদের কাছে সেগুলি তুলে ধরে বেড়ে চলা গরম আটকাতে গাছ লাগানো ও সেগুলিকে রক্ষা করা এবং বৃষ্টির জল ধরে পুকুর ভরে রাখার আবেদন জানাচ্ছেন তারা। এই প্রচারে নামার আগে তাদের সকলে জাতীয়

বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বেড়ে চলা গরম নিয়ন্ত্রণে সকলকে সচেতন করার শপথ নিয়েছেন। এই কর্তৃপক্ষের প্রধান কৃষ্ণ এস. ভাটসার কাছ থেকে এই শপথ গ্রহণের শংসাপত্রও পেয়েছেন। প্রধান শিল্পী সংগীতা বিশ্বাস ও সহকারি ভারতী ব্যানার্জি-সহ একাধিক শিল্পীরা বলেন, তারা গানে গানে গ্রামবাসীদের কাছে তুলে ধরছেন যে বাংলার ঐতিহ্য গাছ রক্ষা করা। গাছকে দেবতা মেনে পূজা করা। গরম বেড়ে চলায় গোপাল কেরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। গোরুর স্বাভাবিক প্রজনন ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কমছে। প্রতি ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়লে দুধ উৎপাদন কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। এই সমস্য এড়াতে সবুজ বাড়িয়ে এলাকা ঠান্ডা রাখ তে হবে। অন্যদিকে, নাট্য প্রশিক্ষক একতা গঙ্গোপাধ্যায় ও সহকারি স্বস্তি চ্যাটার্জি, মানসী দাস, রীতা ইন্দ্র, রনিকা সিধু বলেন, বেড়ে চলা গরমে গোরুর দুধ দেওয়ার ক্ষমতা শুধু কমে যাচ্ছে তা নয়। দুধের গুণগত মানও কমে যাচ্ছে। দুধে প্রোটিন বিশেষ করে কেজিন ও ফ্যাটের পরিমান কমছে। দুধের দাম নির্ভর করে ফ্যাটের ওপর। তার কারণ হল, তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ঘাস জাতীয় গোখাদ্যের পুষ্টিগুণ কমে যাচ্ছে। এতে খাবার থেকে যে পরিমান শক্তি উৎপন্ন হওয়ার কথা তা কমছে। তাছাড়া বিপাকের হার কমছে। এতে খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা কমছে। প্রতি ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়লে গোরুর খাবার গ্রহণ ক্ষমতা ৩-৫ শতাংশ যায় কমে। গোরুর স্বাস্থ্যহানি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে। গোরুর গর্ভপাতের পরিমান অনেকটাই বেড়েছে। গ্রামবাসীদের কাছে এসব তুলে ধরে বেড়ে চলা গরম আটকাতে গাছ লাগানো ও রক্ষা করা এবং বৃষ্টি জল ধরে এলাকা ঠাণ্ডা রাখার অনুরোধ জানাচ্ছে। অযোধ্যার গ্রামবাসীরা বলেন, অরণ্য সপ্তাহের প্রচারে গো-পালনের অনেক নতুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তারা জানতে পারলেন। এবার গোপালনে তারা এসব ব্যবস্থা নেবেন। গাছ লাগানো ও রক্ষা করা এবং বৃষ্টি জল ধরে এলাকা ঠাণ্ডা রাখতে তারা উদ্যোগী হবেন।

নিট প্রশ্নফাঁসে উত্তপ্ত সংসদ, অধিবেশন মুলতুবি স্পিকারের

নয়াদিল্লি, ২০ জুলাই: ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) সংসদ অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার দিল্লিতে। নিট প্রশ্নফাঁস-সহ কেন্দ্রীয় শিক্ষমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে হওয়া আন্দোলন রুখতে যন্তর মন্তর চত্বর ৫০০০ পুলিশ ও আধা সেনা নামায় কেন্দ্র। এরপরেও ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল এগনোর চেষ্টা করলে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। রাজপথে যখন এই পরিস্থিতি, তখন একই বিষয়ে উত্তপ্ত সংসদের উভয়কক্ষ।

সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই প্রশ্নফাঁস এবং রাম মন্দিরে অনুদান চুরি নিয়ে প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস এবং অন্য বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সিজেপি সমর্থকদের উপর লাঠিচার্জের নিন্দা করেন। প্রশ্নফাঁস কাণ্ড নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি তুল তিনি বলেন, 'সমস্যা রয়েছে, গুরুতর সমস্যা। আপনারা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত নন, অথচ যুবাদের উপর কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ছেন, তাঁদের মারধর করছেন। কিসের জন্য? এরা আমাদের সন্তানসম।' এদিকে প্রশ্নফাঁস নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি তোলায় ককরোচ জনতা পার্টি ধন্যবাদ জানিয়েছে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে।

রাজ্যসভায় প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনার দাবি করেন বিরোধীরা। সরকার বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন তারা। হইহল্লা শুরু হলে এদিনের মতো অধিবেশন মুলতুবি করেন স্পিকার। অন্যদিকে লোকসভায় নিট প্রশ্নফাঁস এবং অনুদান চুরি নিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান বিরোধী দলের নেতারা। এরপর সেখানেও এদিনের মতো অধিবেশন মুলতুবি করেন স্পিকার ওম বিড়লা।

সোমবার থেকে ইরানে ফের শুরু মার্কিন বোমাবর্ষণ

তেহরান, ২০ জুলাই: ইরানে ফের বোমাবর্ষণ শুরু করেছে আমেরিকা। এই নিয়ে টানা ন'দিন তারা ইরানে হামলা চালাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক সংঘর্ষে নিহত আমেরিকান সেনার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তিন। এর আগে ইরানের হামলায় জর্ডনের মার্কিন সেনাঘাঁটিতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল। রবিবার সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, ইরাকে বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে সেই বোমা ফেটে মৃত্যু হয়েছে আরও এক মার্কিন সেনার। তার পর থেকেই আক্রমণের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে তারা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই হামলা চলছে, জানিয়েছে সেন্ট্রাল কমান্ড।

সোমবার সকালে একটি বিবৃতি জারি করে পশ্চিম এশিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আমেরিকান সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীতে ইরান যাতে কোনও বাণিজ্যিক জাহাজে আর হামলা চালাতে না-পারে, সেই কারণে তাদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে সেখানে নতুন করে আক্রমণ শুরু করা হয়েছে। তবে কোথায় কোথায় বোমা ফেলেছে আমেরিকা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হামলার বিশদ কোনও বিবরণ মার্কিন সেনাবাহিনী দেয়নি। ইরানের সংবাদসংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, সোমবার ভোরে দেশের একাধিক শহরে আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে তাবরিজ, চাবাহার, কোনারাক, বন্দর মাশাহর এবং বন্দর ইমাম খোমেইনিতে।

উল্লেখ্য, আমেরিকার হামলার জবাব দিচ্ছে ইরানও। তাদের রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনী সিরিয়ায় মার্কিন সেনার বিশেষ অভিযানের সদর দপ্তরে আচমকা হামলা চালিয়েছে। এ ছাড়া, কুয়েতের দু'টি ঘাঁটিতেও হামলা হয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে সংঘর্ষে ইরানের নিশানায় রয়েছে সৌদি আরব, কাতার, বাহরিন, জর্ডন, কুয়েত, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি। ইরানে হামলা চালানোর জন্য এই সমস্ত দেশের সেনাঘাঁটিই ব্যবহার করে ওয়াশিংটন।

গত মাসে আমেরিকা এবং ইরান সমঝোতার মউ স্বাক্ষর করেছিল। তাতে ৬০ দিনের সংঘর্ষবিরতির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু হরমুজে একের পর এক বাণিজ্যিক জাহাজে আক্রমণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের পারদ আবার চড়েছে। ট্রাম্প নিজে ঘোষণা করেন, সংঘর্ষবিরতি শেষ। তবে সমঝোতার আলোচনা চলবে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই রবিবার জানান, সমঝোতাপত্রে ট্রাম্পের স্বাক্ষরের কোনও মূল্যই নেই। তাই নতুন করে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ত্রিপুরার ডিজিপির অস্বাভাবিক মৃত্যু

আগরতলা, ২০ জুলাই: অস্বাভাবিক মৃত্যু হল ত্রিপুরার ডিজিপি অনুরাগ ধনখড়ের। সোমবার সকালে আগরতলায় ত্রিপুরা পুলিশের সদর দপ্তর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যার ঘটনা। এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে ত্রিপুরা পুলিশের প্রধানের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আগরতলার গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গত্যে জানিয়েছেন, মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরই সব জানা যাবে। দাবি, এদিন সকালে অফিসে আসার পরেই তিনি শৌচাগারে যান। আর সেখানেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হতেই দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। ছুটে যান রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরে। ছুটে যায় ফরেনসিক টিমও। জিবি হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার প্রদীপ ভৌমিক জানিয়েছেন, বারোটা ৪৬ মিনিটে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, মৃত অবস্থাতেই তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তবে প্রায় চল্লিশ মিনিট সিপিআর করে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি ত্রিপুরা পুলিশ। অনুরাগ ১৯৯৪ ব্যাচের ত্রিপুরা ক্যাডারের আইপিএস আধিকারিক। ত্রিপুরা পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার পর ২০২৫ সালের মে মাসে তিনি সে রাজ্যের ডিজি হিসাবে দায়িত্ব নেন। তার আগে সিবিআই-তেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন।

মহারাষ্ট্রে ঝলসে মৃত একই পরিবারের ৪-সহ ৬

মুম্বই, ২০ জুলাই: ট্রাক এবং গাড়ির সংঘর্ষ। তারপরই দাউদাউ আগুন। মহারাষ্ট্রে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৪ সদস্যের। শুধু তাই নয়, প্রাণ হারিয়েছেন ট্রাকের চালক এবং সহকারীরও। কিন্তু কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ট্রাকের চালকের ভুল ছিল নাকি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে হুলস্থুল পড়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বই-নাগপুর সমৃদ্ধি এক্সপ্রেসওয়েতে। পুণে থেকে ওয়ারধার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল একটি চারচাকা গাড়ি। ভিতরে ছিলেন একই পরিবারের চারজন। আচমকা পিছন থেকে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে গাড়িটিতে ধাক্কা মারে। মুহূর্তেই ট্রাক এবং গাড়িটিতে আগুন লেগে যায়। দুর্ঘটনার অভিঘাতে দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়িটি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ট্রাকটিও। বিকট শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল এবং উদ্ধারকারী দল। জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা চারজনের। গুরুতর আহত অবস্থায় ট্রাকের চালক এবং সহকারীকে উদ্ধার করে নিতকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানেই তাঁরা প্রাণ হারান।

গুজরাতে শিশুকন্যাকে অপহরণ-খুন

পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু এক অভিযুক্তর

আমদাবাদ, ২০ জুলাই: নাবালিকাকে অপহরণ এবং খুনের অভিযোগ উঠেছিল। এ বার সেই অভিযুক্তের মৃত্যু হল পুলিশের 'এনকাউন্টারে'। সোমবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের আনন্দ জেলায়। পুলিশের দাবি, পুলিশের ভ্যান থেকে পালানোর চেষ্টা করছিলো অভিযুক্ত। অভিযোগ, সে সময় ছুরি নিয়ে পুলিশকর্মীদের উপর হামলা করে সে। আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায় পুলিশও। তাতে মৃত্যু হয় অভিযুক্তের। ঘটনায় দুই পুলিশকর্মীও জখম হয়েছেন।

নিহত অভিযুক্তের নাম সুরেশ পারমার। পুলিশ সূত্রে খবর, মাঝরাস্তায় শরীর খারাপের ভান করে অভিযুক্ত। পুলিশকর্মীদের জানায়, তাঁর বমি পাচ্ছে। সে কথা শুনে পুলিশ ভ্যান থামিয়ে তাঁকে গাড়ি থেকে নীচে নামায়। অভিযোগ, সেই সময়েই একটি ছুরি বার করে পুলিশকর্মীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুরেশ। অতর্কিত হামলায় জখম হন দুই পুলিশকর্মী। পুলিশের দাবি, কর্তব্যরত সাব-ইনস্পেক্টর একাধিক বার সতর্ক করেন অভিযুক্তকে। ছুরি ফেলে দেওয়ার জন্য বলেন। তাতেও কাজ না হওয়ায় আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায় পুলিশ। জখম অবস্থায় সুরেশকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আনন্দ জেলার বাসাদ রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চার বছরের এক শিশুকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ ছিল ওই যুবকের বিরুদ্ধে। ওই শিশুর পরিবার কাজের সন্ধানে কয়েক দিন আগেই বাসাদে গিয়েছিল। কোনও স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় রেল স্টেশনে থাকছিল পরিবারটি। রবিবার রাতে আচমকাই ওই শিশু নিখোঁজ হয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁর দেহও উদ্ধার হয়। নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন হয়ে থাকতে পারে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। যদিও পুলিশ এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানায়নি।

নাবালিকার দেহ উদ্ধারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আনন্দ জেলার বরসাদ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত সুরেশ। স্থানীয় থানার পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে আনন্দ জেলার অপরাধদমন শাখার হাতে তুলে দেয়। ভোরে সুরেশকে নিয়ে বাসাদ এলাকায় যাচ্ছিলেন পুলিশকর্মীরা। অভিযোগ, সেই সময়ে পুলিশের গাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত।

SOUTH 24 PARGANAS ZILLA PARISHAD
NIT-5 & 6 of 2026-27 for e-tendering
For details log on to "e-procurement" link from the website: zps24pgs.wb.gov.in & wbtenders.gov.in
Memo No- 2097/DICO/S- 24 Pgs, Dt.- 21-07-26
Sd/- District Engineer
South 24 Parganas Zilla Parishad

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-01 & 02 of 2026-2027 Dated 20.07.2026
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced eligible Contractors; for other details visit our website: wbtenders.gov.in, www.addaonline.in or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide NIT No.:- 145/KP-II/E-TENDER/15th UNTIED/2026, 146/KP-II/E-TENDER/15th TIED/2026 & 147/KP-II/E-TENDER/15th TIED/2026, Date : 20.07.2026. Date of Publish of Tender: 20.07.2026 from 06:30 PM. Last Date of Submission: 28.07.2026 up to 12:00 Noon. Date of Opening of Tender: 31.07.2026 at 12:30 PM. For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender
1. Open Tenders are being invited by the Administrator, North Barrackpore Municipality from Manufacturer/bonafied suppliers for the followings:
Tender Reference No.: 709/NBM/Store (2026_MAD_5017014_1) Date: 20.07.2026 Sub.: Procurement of Stationary Items
Tender Reference No.: 710/NBM/Store (2026_MAD_5017015_1) Date: 20.07.2026 Sub.: Procurement of Conservancy Items
Last date of submission of tender: 31.07.2026 within 5 PM. For details see http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app
Sd/- Administrator
North Barrackpore Municipality

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Superintendent Governor's Estate, (W.B) invites Tender (online) vide Notice Inviting e-QUOTATION No. WBPWD/SGE/LOK/Nle Q-03/2026-27 for Works : SL-01. Temporary arrangement of pandel with Hanger, dais, supply of necessary decorator's items and other logistic supports at Kolkata Lok Bhavan in connection with celebration of the Independence Day on 15th August, 2026. Tender ID:- 2026_WBPWD_5017057_1, Est. Amount:- Quoted Amount;, Bid Submission Start date (online): 21.07.2026 from 2.00 pm. Bid submission Last date (online): 05.08.2026 upto 2.00pm.; Details may be seen in website: https://tenders.wb.gov.in PWD helpline No: (033)-2223 6236. Corrigendum, if issued will be published in Dept. web site only. If any discrepancy arises between different sources of advertisement, the advertisement in Dept. web site will prevail.
Sd/-
Superintendent
Governor's Estate, W.B.

উত্তর মধ্য রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ
কানপুর সেন্ট্রাল-টুন্ডলা শাখায় নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং এবং ৪র্থ লাইন কানেক্টিভিটি সম্পর্কিত পানকী ধাম স্টেশনে ইয়ার্ড রি-মডেলিং কাজের জন্য উত্তর মধ্য রেলওয়ের প্রয়াগরাজ ডিভিসনে প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ (২০.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে ২৯.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত), নন-ইন্টারলকিং কাজ (৩০.০৭.২০২৬ তারিখে) ও পোস্ট নন-ইন্টারলকিং কাজ (৩১.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত) সম্পাদিত হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবেঃ ● ট্রেনের পুনর্নির্ধারণঃ (১) ২২৩০৮ বিকানীর-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৭.২০২৬) বিকানীর থেকে ২ ঘন্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) ১২৩২৪ বাড়মের-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৭.২০২৬) বাড়মের থেকে ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। ● প্রয়াগরাজ ডিভিসনে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণঃ (১) ২২৩০৭ হাওড়া-বিকানীর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ২১.০৭.২০২৬ ও ২৪.০৭.২০২৬ তারিখে ১ঘন্টা ৪০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) ১২৩০৭ হাওড়া-যোধপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ২২.০৭.২০২৬ ও ২৩.০৭.২০২৬ তারিখে ১ঘন্টা ৪০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৩) ১২২৭৪ নিউ দিল্লী - হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেস ২৮.০৭.২০২৬ তারিখে ১ ঘন্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৪) ১৩০৫১/১৩০৫২ হাওড়া-কালকা-হাওড়া নেতাজী এক্সপ্রেস ৩০.০৭.২০২৬ তারিখে উভয় অভিমুখে ২ ঘন্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৫) ১২৯৮৭ শিয়ালদহ-আজমের সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ৩০.০৭.২০২৬ তারিখে ১ঘন্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৬) ১২৩০৭ হাওড়া-যোধপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ৩০.০৭.২০২৬ তারিখে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE SRINARAYANPUR PURNACHANDRAPUR GRAM PANCHAYAT
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat ,South 24 pgs
NOTICE INVITING TENDER

S.N.	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.)
1	1/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	SINKING OF TUBE WELL NEAR HOUSE OF GANESH PANDIT	₹ 1,65,683.00
2	2/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	SINKING OF TUBE WELL NEAR HOUSE OF NISITH JANA	₹ 1,65,683.00
3	3/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	SINKING OF TUBE WELL NEAR 73 NO. ICDS	₹ 1,65,683.00
4	4/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	CONSTRACTION OF COMMUNITY LATRINE FULESHWARI BISHALAKSHMITALA	₹ 2,42,586.00
5	5/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	CONSTRACTION OF COMMUNITY LATRINE OF UTTAR SRINARAYANPUR MAYRARCHAK FP SCHOOL	₹ 2,41,439.00
6	6/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	CONSTRACTION OF GIRLS TAILET AT PURNACHANDRAPUR NIMNA BUNIYADI SCHOOL	₹ 2,07,361.00
7	7/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	CONSTRACTION OF DOUBLE SOLING BRICK ROAD FOR COMMUNITY NEAR HOUSE OF BHUDEB MISTRI TO HOUSE OF KESHAB DEBNATH	₹ 2,51,035.00
8	8/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	CONSTRACTION OF CONCRETE ROAD FOR COMMUNITY FROM SUSHANTA PATRA TO HOUSE OF APURBA MONDAL	₹ 2,50,917.00
9	9/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	CONSTRACTION OF CONCRETE ROAD FOR COMMUNITY FROM HOUSE OF MAHAMMAD MOLLA TO GANDER GADI MULA	₹ 2,51,061.00
10	10/15TH FC TIED/NIT/SPGP/2026	CONSTRACTION OF CONCRETE ROAD FOR COMMUNITY FROM HOUSE OF DINESH HALDER TO ICDS CENTRE	₹ 2,50,591.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S N	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	21,07,2026 10:30
2	tender doc. Sales end & bid submission end date & time	27,07,2026 10:30
3	Earnest money depositing end date & time	27,07,2026 10:30
4	Bid opening date & time	29,07,2026 12:30

Sd/-Pradhan, Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Damaged Loop Box, Faulty Cable, Earthing at New Court area, City Centre Ward No.- 22, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-24/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017083_1 • Estimated Amount : 4,29,711/-
Last Date : 29th July 2026, 04:00 pm
2) Name of the Work: Repairing of Street Lighting System by replacement of Damaged Loop Box, Faulty Cable, Earthing at Bengal Ambuja, Street No. 29 Ward No.- 22, under Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-23/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017069_1 • Estimated Amount : 2,53,962/-
Last Date : 29th July 2026, 04:00 pm
3) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road near Mahua Bagan Bridge within Ward No.- 2, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-367/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5017050_1 • Estimated Amount : 2,80,376/-
Last Date : 29th July 2026, 04:00 pm
4) Name of the Work: Improvement of Earthen Road by Cement Concrete in front of City Centre S.T.P within Ward No.- 22, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-340/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5017039_1 • Estimated Amount : 1,61,681/-
Last Date : 29th July 2026, 04:00 pm
5) Name of the Work: Construction of Community Toilet at Amrai Jaganath Dev Temple Ward No.- 12, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-339/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5017028_1 • Estimated Amount : 3,91,785/-
Last Date : 29th July 2026, 04:00 pm
6) Name of the Work: Renovation of Sewerage Line in Sonartari K, L, M, N, O, P Block within Ward- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-012/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017085_1 • Estimated Amount : 56,83,881/-
Last Date : 04th August 2026, up to 05:00 pm
7) Name of the Work: Construction of Community Toilet including Sanitary Plumbing at near Mamra Bazar within Ward No.- 24 within DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/PW/NIT-035/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5017089_1 • Estimated Amount : 8,30,750/-
Last Date : 28th July 2026, up to 05:00 pm
For details : tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ময়দান

সিএবি-র 'ভিশন ২০২৮' ক্যাম্পে সৌরভের বিশেষ ক্লাস, পাশে দিন্দা, লক্ষ্মীরতন ও অনুষ্টুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (CAB)-এর উদ্যোগে আয়োজিত ভিশন ২০২৮-এ রবিবার উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অনুশীলনের ফাঁকে তিনি ক্যাম্পে অংশ নেওয়া ক্রিকেটারদের খেলা মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেন। পাশাপাশি কোচদের সঙ্গেও মতবিনিময় করে নিজের ক্রিকেটজীবনের অভিজ্ঞতা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ভাগ করে নেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতি তরুণ ক্রিকেটারদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ জোগায়। ছেলেদের উৎসাহ দিয়ে তিনি বলেন , ত্বাংলার ছেলেদের মধ্যে প্রতিভা আছে, সেটা নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এখন দরকার ঠিকভাবে নিজেদের তৈরি করা। অনুশীলনের কোনও বিকল্প নেই। ভুল হবে, খারাপ সময়ও আসবে, কিন্তু তাতেই থেমে গেলে চলবে না। নিজেদের ওপর বিশ্বাস রেখে পরিশ্রম করে গেলে সুযোগ একদিন অবশ্যই আসবে।দতিনি খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উপর জোর

দেন। তাঁর মতে, প্রতিভার পাশাপাশি নিয়মিত অনুশীলন ও মানসিক দৃঢ়তাই একজন ক্রিকেটারকে বড় মঞ্চে সফল করে তোলে। এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা, উৎপল চ্যাটার্জি, লক্ষ্মীরতন শুক্লা, অনুষ্টুপ মজুমদার-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের কোচেরা। সিনিয়র বাংলা দলের কোচলক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, ভিশন ২০২৮ শুধুমাত্র একটি ক্যাম্প নয়, ভবিষ্যতের বাংলা দল গড়ে তোলার একটি বড় উদ্যোগ। সৌরভের মতো একজন কিংবদন্তি ক্রিকেটারের কাছ থেকে ছেলেরা সরাসরি শেখার সুযোগ পাচ্ছে, এটা ওদের কাছে বিশাল প্রাপ্তি। আমরা চাই এখান থেকেই আগামী দিনের বাংলা ও ভারতের ক্রিকেটার উঠে আসুক।দ বাংলা দলের অনুধর্ব ১৬ কোচ অনুষ্টুপ মজুমদার বলেন, তছেলেদের মধ্যে শেখার আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। এমন পরিবেশে অনুশীলন করলে ওদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়বে। সৌরভদার অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ ওদের ক্রিকেটজীবনে অবশ্যই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমরা সবাই মিলে ওদের সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। সিএবি ভিশন ২০২৮ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য আগামী কয়েক বছরে বাংলার ক্রিকেটের শক্ত ভিত তৈরি করা এবং প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যেই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ও কোচদের তত্ত্বাবধানে এই ক্যাম্পে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে
বিশদ টেন্ডার নং ঃ ০২ডব্লুটিসিএওসিইআর ২০২৬-২৭, তারিখ ১৭.০৭.২০২৬। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ৫ম তল, ১৪ স্ট্র্যান্ড রোড, নিউ কয়লা ঘাট, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিংয়ের প্রেক্ষিতে টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের নির্মাণ দপ্তরের অধিক্ষেত্রাধীনে পাকুড় পাথর খাদানের জন্য সকল ধরনের ইনসিডেন্টাল চার্জ সমেত পাকুড় পাথর খাদান থেকে যেকোনো ধরনের রেলের ওয়াগনে ৪৫,০০০ ঘনমিটার ৫০ মিমি মাপের মেশিনে ভাঙা ট্র্যাক স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ। আনুমানিক মূল্য ঃ ৮,৮৫,৬০,০০০ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ১৭,৭১,২০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ (বারো) মাস। বন্ধের তারিখ ঃ ১৪.০৮.২০২৬-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে সরাসরি বাতিল করা হবে।
(CON-26/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

অটো পাইলট নয়, এআই আসুক কো-পাইলট হয়ে

গৌতম সরকার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। ঘুম থেকে উঠে মোবাইল ফোনের ফেস আনলক থেকে শুরু করে রিমাইন্ডার সেট করা, দৈনিক আবহাওয়া জানা সবেতেই এখন এ.আই-এর সাহায্য নিই বিগত বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে এ.আই গবেষণা ও আবিষ্কারের ভারত খুব একটা পিছিয়ে নেই

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে নয়া পাঠ্যক্রমের ভাবনা মাথায় রেখে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের এ.আই শেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিবিসিএস ছাড়াও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলো তাদের নতুন পাঠ্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের বক্তব্য, শুধু প্রযুক্তিগত বোধ সঞ্চার করাই নয়, শিশুদের মধ্যে এ.আই বিষয়ে নীতিগত ও সামাজিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কিভাবে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, এ.আইকে যাতে ভুলপথে চালনা না করা হয়, অর্থাৎ কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ বোধগুলি শৈশব থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে গেঁথে দেওয়ার প্রচেষ্টা। আগামী দিনে প্রতিযোগিতার অভিমুখের বদল ঘটবে। বিশ্বব্যাপী এই কঠিন প্রতিযোগিতায় ভারতের ছেলেমেয়েরা যাতে পিছিয়ে না পড়ে সে বিষয়টিও এই পরিকল্পনায় গুরুত্ব পেয়েছে।

সম্প্রতি কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাচেলর কোর্সে 'এ.আই টাস্ক ফোর্স' প্রস্তাবিত বেশ কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ন্যাসকম ও শিল্প বিশ্লেষকদের মতে আদ্যিকালের মুখস্থ বিদ্যানির্ভর তাত্ত্বিক শিক্ষাব্যবস্থার যুগ শেষ হতে বসেছে, তাই প্রথম সেমেস্টার থেকেই বাস্তবমুখী প্রজেক্ট, জেনারেটিভ এ.আই, এম.এল.অপস-এর মতো 'ফাউন্ডেশনাল মডেল ডেভলপমেন্ট' উপযোগী বিষয়গুলিকে হাতেকলমে শেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভারতের অফুরান যুবশক্তিকে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে তোলা কতটা জরুরি সেটা ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের একটি রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট। 'ফিউচার অফ জব' শীর্ষক এই রিপোর্ট জানাচ্ছে, আগামী কয়েকবছরে বিশ্বে প্রায় সাড়ে আট কোটি সনাতনী গতানুগতিক কাজের অবলুপ্তি ঘটবে, পরিবর্তে এ.আই ও মেশিন লার্নিংয়ের সৌজন্যে সাড়ে নয় কোটিরও বেশি নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে। প্রযুক্তিগত এই বদলের সাথে তাল মেলাতে এবং বিপুল যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর সুবিধা পেতে কারিগরি এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে এ.আই-এর তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অন্তর্ভুক্তি খুব জরুরি।

'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর শিক্ষা রূপকল্প হল দক্ষতা উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে সক্ষমতা অর্জনের জন্য একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উচ্চমানের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৫ লক্ষ, সেখানে ৮৫ লক্ষেরও বেশি শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন এবং বছরে প্রায় ২৬ কোটি ছাত্রছাত্রী সেই সব স্কুলে ভর্তি হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রয়েছে ১০০০-এরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৪২,০০০ কলেজ, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪ কোটিরও বেশি। প্রথাগত শিক্ষব্যবস্থায় এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজে যা শিখছে এবং চাকরি পাওয়ার যোগ্যতার মধ্যে বিশাল ফাঁকের শিকার হচ্ছে। এন.ই.পি ২০২০-এর মূল উদ্দেশ্য হল পঠন ব্যবস্থার সার্বিকীকরণ থেকে ব্যক্তিগতকৃত করণের দিকে রূপান্তর, যেটি একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থায় এআই-এর প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব।

সকল স্তরের পাঠ্যক্রমে এআই-এর অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল সাক্ষরতা, কোডিং এবং কম্পিউটেশনাল থিঙ্কিংয়ের মত বিষয়গুলিতে পারদর্শী করে তোলাই নয়া শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য। সি.বি.এস.ই বোর্ড নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে এআই-কে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং আইবিএম-এর সাথে অংশীদারিত্বে জেনারটিভ এআই-এর মত 'স্কিলসবিল্ড' প্রোগ্রাম চালু করেছে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে তাদের সিলেবাসে রোবোটিক্স ও এ.আই চালু করেছে। এছাড়া ইন্টেলের সহযোগিতায় একটা 'এ.আই ফেসিলিটেটর হ্যান্ডবুক' তৈরি করেছে যেটি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও বাস্তব জীবনের উদাহরণ সরবরাহ করে পড়ানোর কাজটা সহজ করে দেয়। শুধু সি.বি.এস.ই নয়, অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, আই.আই.এম এবং আই.এস.বি-এর মতো শীর্ষস্থানীয় বিজনেস স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রমেও এআইএর গ্রহণযোগ্যতা দিনদিন বাড়ছে।

ভারতবর্ষের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কৌশলের মূল ভিত্তি হল এ.আই-এর গণতন্ত্রীকরণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী তাঁর বক্তৃতায় সবসময় 'ডেমোক্রেটাইজড এআই'-এর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর কথায়, শুধু বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য নয়, এই প্রযুক্তি সবার জন্য উন্মুক্ত হোক, সবাই সমান মাত্রায় সুযোগ পাক। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথ দেশগুলির জন্য এটা খুব জরুরি। একথা অনস্বীকার্য যে অদূর ভবিষ্যতে এ.আই একটি কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে। এ.আই প্রযুক্তি শুধু যন্ত্র বা মেশিনকে স্মার্ট করছেনা, মানুষের ক্ষমতাকেও বহু গুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই এ.আই কী করতে পারে তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এ.আই ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কী করতে পারে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কারের মতন এ.আই-এরও ভালোমন্দ দুটো দিকই আছে। এটি যেমন একাধারে বিপুল সম্ভাবনাময়, তেমনি এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার গভীর সামাজিক সংকট ডেকে আনতে পারে। তাই এর নীতিগত ও দায়িত্বশীল ব্যবহারের উপর নজরদারি খুব জরুরি। এই বিষয়ে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল স্কুল-কলেজের সিলেবাসে 'দায়িত্বশীল এআই' বা 'রেসপন্সিবল এআই'-এর অন্তর্ভুক্তিকরণ। অ্যালগরিদম-এর নিজস্ব কোনো অনুভূতি থাকে না, প্রযুক্তিকারের মনস্তাত্ত্বিক বোধগুলিই তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যেকোনও ধরনের বায়াস বা পক্ষপাতিত্ব এআইয়ের মূল গঠনেই গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে। তাই কারিগরি প্রয়োজনের সাথে নিপুণতার সঙ্গে একাধারে কর্পোরেট অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে নৈতিকতার মেলবন্ধন খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এখানে ভরসা হল 'সোশ্যাল শেপিং অফ টেকনোলজি' তত্ত্ব, যেখানে বলা হচ্ছে নতুন প্রযুক্তিকে সমাজ তার প্রয়োজন ও নৈতিকতা অনুযায়ী গড়ে নেয়। প্রধানমন্ত্রীর কথামত এ.আই-এর গণতন্ত্রীকরন ঘটাতে গেলে 'পপুলেশন স্কেল'-এ এআই-এর প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এর ফলে কৃষকেরা জানতে পারবেন কী কী করলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিচার ব্যবস্থাতেও চটজলদি সমস্যা সমাধানের উপায় বাতলে দিতে পারবে। 'এ আই ফর হিউম্যানিটি'- এই আদর্শকে সামনে রেখে মানুষকে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেটা সম্ভব হলে এ.আই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থায় জনকল্যাণমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। তাই মানুষকে চালনা করার জন্য এ.আই নয়, মানুষের সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিশ্বাসযোগ্য সহায়ক হিসেবে এআই-কে কাজে লাগাতে হবে। 'অটো-পাইলট' নয়, 'কো-পাইলট' হিসাবে এআই-এর ব্যবহারই পারবে জনগণের সার্বিক কল্যাণের উন্নয়ন ঘটাতে।

মুদ্রণশিল্পের অগ্রগতি
গুটেনবার্গ এবং শিক্ষার বিস্তার

ডা শামসুল হক

বই এর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যায় বই এর একাল এবং সেকাল নিয়ে অনেক কথা। আজকাল সর্বত্র ই আমরা দেখতে পাই রঙিন রঙিন মলাটে মোড়া ঝকঝকে তকতকে হাজার হাজার পুস্তকের সমাহার। তার ই মধ্যে কোথাও সাদা কালো, তো কোথাও রঙিন রঙিন ছবি দিয়ে সাজানো গ্রন্থসামগ্রী, অথবা বর্ণমালার অন্য অনেক সাজসজ্জাও। কিন্তু আজ থেকে পাঁচ সাতশো বছর আগেও বই নিয়ে এত স্বাভাবিকতা দেখা যায় নি কোন অবস্থাতেই। আজকের দিনে বই এর জগতের এই যে এত রমরমা তার জন্য আমারা অতি অবশ্যই ঋণী মুদ্রণ শিল্পেরই কাছে ।

যখন এই বিশাল পৃথিবীর কোন প্রান্তেই ছিল না কোন মুদ্রণ যন্ত্র তখনও বই এর অস্তিত্ব ছিল , কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে তা এতই কম ছিল যে সেটার সাহায্যে শিক্ষায় আগ্রহী মানুষের মধ্যে কাড়াকাড়ি পর্যন্ত শুরু হয়ে যেত। অনেকেই তাই ইচ্ছে থাকলেও সেইসময় পড়াশোনা করতে পারতেন না শুধুমাত্র বই পত্রের এই স্বল্পতার ই কারণে।

তখন ছোট বড় সব লেখকদের ই বই লিখতে হত নিজেরই হাতে । অনেক সময় আবার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বই লিখে দেবার জন্য লেখকরা লোকও নিয়োগ করতেন। তবে সকলের তো আর সেই সামর্থ্য ছিল না। তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেকে সেটা পূর্ণ করার সুযোগ ও পেতেন না। আবার একটা বই লেখার কাজ শেষ হতে সময়ও লাগত অনেক । অনেক সময় আবার সেটা ঠিক মনের মতোও হয়ে উঠত না লেখক বা পাঠক কারও কাছেই। আর হাতের লেখা ভালো না হলে তো কোন কথাই নেই। অতএব খুব উৎসাহী পাঠক ছাড়া অনেক বই আবার ছুঁয়ে দেখার আগ্রহও দেখাতেন না কেউ।

বই নিয়ে এহেন সঙ্কটময় পরিস্থিতি চলেছিল দীর্ঘদিন ধরেই। অবশেষে তা দূর হয়েছিল গুটেনবার্গের তৎপরতাতেই। এই কাজে তিনি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন টাইপের। তারপর সেগুলোকে কম্পোজ করে নিয়ে যান মুদ্রণের পর্যায়ে। তারপর সেগুলোকে ছাপানোর ব্যবস্থাও করে ফেলেন। প্রস্তুত করেন ছাপানোর কালিও । ফলে তখন থেকেই মুদ্রণ শিল্পের জগতে শুরু হয়ে যায় একটা নতুন দিগন্তের। বলাই বাহুল্য, তারপর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সেই সংবাদ পৌঁছাতে সময়ও লাগেনি খুব বেশি ।

আধুনিক মুদ্রণ শিল্পের জনক জোহান গুটেনবার্গের জন্ম জার্মানির মৈনাজ শহরে ১৪০০ সালে। অতি দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি। তাই নিদারুণ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেই লেখাপড়া পর্ব শেষ করেছিলেন তিনি। ১৪৩৪ সালে তিনি চলে আসেন স্ট্রেনবার্ক শহরে। সেখানে নিজেরই বুদ্ধিতে বেশ কয়েকটা ধাতুর সংমিশ্রণে তিনি তৈরি করেন নতুন একটা ধাতুর এবং পরে তা থেকেই প্রয়োজনীয় টাইপগুলি ।

তারপর তিনি শুরু করেন ছাপার কাজ । আর এই ব্যাপারে তিনি প্রথমেই হাতে নেন ক্যাথলিকদের একটা ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমেই। কিন্তু সেই কাজ করার সময় একটু আর্থিক অনটনের মধ্যেও তখন পড়তে হয়েছিল তাঁকে। কারণ টাইপ তৈরি , প্রেস নির্মাণ ইত্যাদি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল তাঁকে । তাই স্বাভাবিক ভাবেই সেইসময় একটু বেকায়দায় পড়েছিলেন তিনি ।

যাইহোক ঋণ করেই তখন চলতে হয়েছিল তাঁকে। একটা সময় তাঁকে আবার পড়তে হয়েছিল ভীষণ সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যেও। কিন্তু তবুও নিজ সঙ্কল্পে অটল ছিলেন তিনি এবং এক সময় তিনি প্রকাশ করেন সেই গ্রন্থটিও। সেইসময় বিশ্বের সর্বপ্রথম যে বাইবেলটি মুদ্রিত অবস্থায় বাজারে প্রকাশিত হয়েছিল তা ভীষণভাবে সমাদৃতও হয়েছিল সকল পাঠকের কাছেই । প্রায় তেরোশো পৃষ্ঠার অমূল্য সেই গ্রন্থটা তখন সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল গুটেনবাগস্বস বাইবেল নামে।

কিন্তু তা হলে কি হবে , চর্তুদিকে তখন বিশাল দেনায় জর্জরিত হয়েছিলেন গুটেনবার্গ। তাঁর আত্মীয় পরিজন সহ বন্ধুবান্ধবরাও তখন সেই ভয়েই তাঁর সঙ্গে দুরত্ব বজায় রেখে চলার চেষ্টাও করছিলেন। কিন্তু ভাগ্যবানদের পাশে সব সময়ই ভগবান বিরাজ করেন । আর তিনি যদি সৎ ও বিবেকবান হন তাহলে তো কথাই নেই। তাই তাঁর সেই চরম দুর্দিনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মেইনজ নগরের আর্চ বিশপের মতো মানুষও। তিনিই তখন সেই অসহায় মানুষটাকে অন্ধকার থেকে আবারও ফিরিয়ে আনেন আলোরই মহাস্রোতে এবং সেইসময় তাঁরই আন্তরিক সহায়তায় তিনি আবার ও স্বমহিমায় ফিরে আসেন মুদ্রণ শিল্পেরই জগতে এবং তারপর শুধুমাত্র আগামী প্রজন্মের কথা ভেবে তাঁর নিজস্ব শিল্পের নতুন নতুন অনেক কারুকার্যের দিশাও প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি ।

সিবিএসই-র আঞ্চলিক টপার সৌমিলি মৈত্রকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের সংবর্ধনা

কলকাতা, ১৪ জুলাই: সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির ২০২৬ সালের পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ সাই ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেনশিয়াল স্কুল (এসআইআরএস), কটকের ছাত্রী ও আঞ্চলিক টপার সৌমিলি মৈত্র-কে সংবর্ধনা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। মঙ্গলবার কলকাতায় তাঁর দপ্তরে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সৌমিলি এবারের সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৯৬ (৯৯.২ শতাংশ) নম্বর অর্জন করে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও ছত্তিশগড় অঞ্চলজুড়ে আঞ্চলিক টপারদের অন্যতম হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করেন।

সংবর্ধনা গ্রহণের পর সৌমিলি মৈত্র বলেন, তএই সম্মান আমার কাছে অত্যন্ত গর্ব ও অনুপ্রেরণার। এই স্বীকৃতি আমাকে আরও বড় স্বপ্ন দেখতে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করবে। এই সম্মানের জন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পাশাপাশি আমার বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সাই ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেনশিয়াল স্কুলের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের অবিচল সমর্থনই আমার এই সাফল্যের ভিত্তি।দ

বিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর ও প্রধান শিক্ষক অমিতাভ অগ্নিহোত্রী এক বিবৃতিতে জানান, সৌমিলির এই সাফল্য শুধু বিদ্যালয়ের নয়, সমগ্র অঞ্চলের জন্য গর্বের বিষয়। তাঁর এই কৃতিত্ব আগামী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার বাড়িতে সৌর প্যানেল বসানোর জন্য সাহায্য করছে, ১ এবং ৩ কিলোওয়াটের জন্য কতটা জায়গা লাগে?

প্রচণ্ড গরম। বিদ্যুতের বিলও বাড়ছে তুফান গতিতে। পকেটের নাজেহাল অবস্থা। স্বস্তির জন্য সোলার সিস্টেম ইনস্টল করার কথা ভাবছেন? প্রথম যে প্রশ্নটি আসে তা হল, একটি সোলার প্যানেল বসানোর জন্য আপনার ছাদে কতটা জায়গা আছে? আপনার ছাদে একটি সোলার সিস্টেম কতটা জায়গা নেবে তা অনুমান করার জন্য শুধু ১ কিলোওয়াট, ৩ কিলোওয়াট বা ৫ কিলোওয়াট বিবেচনা করাই যথেষ্ট নয়। সঠিক পরিমাপ এবং পরিকল্পনা ছাড়া একটি সোলার সিস্টেম ইনস্টল করলে শুধু অর্থের অপচয়ই হয় না, এটি বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমিয়ে দিতে পারে। আসুন, বিভিন্ন ক্ষমতার সোলার প্যানেলের জন্য ছাদের আকারের সম্পূর্ণ হিসাবটি বুঝে নেওয়া যাক।

একটি ১ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেমের জন্য কতটা জায়গা প্রয়োজন?

■ যদি আপনার জায়গা কম থাকে, তবে আপনি একটি ১ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল ইনস্টল করতে পারেন। এর জন্য ৭০ থেকে ১০০ বর্গফুট (বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হবে।

■ আপনি এটিকে আনুমানিক ১১-১২ গজ হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। জায়গাটিতে যেন পরিষ্কার, সরাসরি সূর্য আলো পড়ে, তা নিশ্চিত করা জরুরি।

■ একটি ১ কিলোওয়াট সিস্টেমের জন্য সাধারণত ৩৩০ ওয়াট থেকে ৪০০ ওয়াট ক্ষমতার ২ থেকে ৩টি সোলার প্যানেলের প্রয়োজন হয়।

■ যাদের ছোট বাড়ি, যেমন একটি বেডরুমের ফ্ল্যাট, এবং যারা প্রতি মাসে ১০০-১২০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তারা এই ক্ষমতার একটি সোলার সিস্টেম ইনস্টল করতে পারেন।

একটি ৩ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেমের জন্য কতটা জায়গার প্রয়োজন?

■ একটি মাঝারি আকারের বাড়ির জন্য এই ক্ষমতার একটি সোলার সিস্টেম যথেষ্ট বলে মনে করা হয়। আপনার ছাদে কমপক্ষে ২০০ থেকে ৩০০ বর্গফুট জায়গা থাকা উচিত।

■ গজে হিসাব করলে, এই ক্ষমতার একটি সোলার সিস্টেম ২২ থেকে ২৩ গজ ছাদের জায়গা নেবে।

■ বর্তমানে, এই ক্ষমতার জন্য ৬ থেকে ৮টি মনো-পার্ক বা বাইফেসিয়াল সোলার প্যানেল ইনস্টল করা হয়।

■ এটি ২-৩ বেডরুমের বাড়ির জন্য আদর্শ। এর বিশেষত্ব হল, এই ক্ষমতা দিয়ে আপনি একটি বা দু'টি এয়ার কন্ডিশনারও চালাতে পারবেন।

■ এই ক্ষমতার একটি সোলার সিস্টেম প্রতিদিন ১২ থেকে ১৫ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। যদি আপনার মাসিক বিদ্যুৎ খরচ ৩৫০ থেকে ৪৫০ ইউনিট হয়, তবে আপনি একটি ৩ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল স্থাপন করতে পারেন।

■ ছাদে এতগুলো প্যানেল সঠিকভাবে স্থাপন করার জন্য, একটি লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের মাউন্টিং কাঠামো তৈরি করা হয়, যা ঝড়ের সময়ও আপনার সোলার সিস্টেমকে সুরক্ষিত রাখে।